রাঁচি, রবিবার

04:06:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>230 >>20 Joystha 1430 >>

epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৩০ >><< ২০শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর খার্তুমে সুদানের বাহিনীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ

সুদান ঃ যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা এবং মানবিক সংকট দূর করার লক্ষ্যে চলমান আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর, সুদানের যুদ্ধরত পক্ষগুলো রাজধানীতে রাতভর এবং শুক্রবার সকালে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আর এই সংঘর্ষ, যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞা আরোপের দিকে চালিত করে। সেনাবাহিনী এবং র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ) এর মধ্যকার সাত সপ্তাহের যুদ্ধে, খার্তুমের কেন্দ্রাঞ্চলের কিছু এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। এই সংঘাত, ব্যাপক অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তোলার হুমকিতে ঠেলে দিয়েছে, সুদানের অভ্যন্তরে ১২ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং আরো ৪ লাখ মানুষকে প্রতিবেশি দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরব বৃহস্পতিবার তাদের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি লংঘনের পর দেশ দুটি এ বিষয়ে চলমান আলোচনা স্থগিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরব, যুদ্ধরত দুই পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল দখল, বিমান হামলা ও আক্রমণ চালানো এবং সামরিক বাহিনীর ওপর আরোপিত চলাচল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগ করেছে।

বাজার দর

SENSEX : 62547.11 +118.57
NIFTY : 18534.10 +46.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .32 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .01 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রোহিঙ্গাদের খাদ্য সাহায্য হ্রাস, জরুরি অর্থায়নের জন্য জাতিসংঘের আহ্বান

জেনেভা ঃ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের খাদ্য সহায়তায় নতুন করে ঘাটতির সম্মুখীন হওয়ায়, অবিলম্বে তহবিল বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য আবেদন করেছে জাতিসংঘ। বৃহস্পতিবার থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাসিক খাদ্য ভাউচার তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার কমছে। এর মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গাদে দৈনিক রেশনের ৩৩ শতাংশ হ্রাস পাবে। শিবিরের রোহিঙ্গাদের প্রত্যেককে, মাত্র ৮ ডলার (৮৪০ টাকা) সমমূল্যের ফুড ভাউচার দেয়া হবে প্রতি মাসে। এটাই তাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়, তাদের আর কেনো বিকল্প নেই। রোহিঙ্গা পরিবারের মা বাবারা ইতোমধ্যে কম খাচ্ছেন, যাতে তাদের সন্তানেরা খেতে পায়। খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ১০ লাখ শরণার্থীর জীবনে রেশনের কাটছাঁট প্রভাব ফেলবে। এদের জীবনধারণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। চলতি বছরের শুরুতে রোহিঙ্গারা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) থেকে মাথাপিছু মাসিক ১২ ডলার মূল্যমানের রেশন পাচ্ছিলেন যা দিয়ে কেবল তাদের দৈনিক চাহিদা মিটতো। অর্থায়নের অভাবে ১ মার্চ থেকে তাদের মাথাপিছু মাসিক রেশন কমিয়ে ১০ ডলার করা হয়। এখন থেকে তা হবে ৮ ডলার মূল্যমানের। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের খাদ্য সাহায্য হ্রাস করা প্রসঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস বলেন, আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের খাদ্য সাহায্য কমাতে বাধ্য হচ্ছে। শরণার্থীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে এর প্রভাব হবে ভয়াবহ। নারী, শিশু ও সবচেয়ে নাজুক মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তিনি আরো বলেন, আমরা জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সহায়তায়, তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, খাদ্য ও শিক্ষার জন্য মোট যে পরিমাণ অর্থ দরকার, তার মাত্র ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ অর্থায়ন মিলেছে। এই শরণার্থীদের সাহায্যসহযোগিতার আর কোনো উৎস নেই। রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে বসবাসরত মানুষের কাজ করার কোনো সুযোগ নেই। তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অর্থায়নের ওপর। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবনরক্ষাকারী সহায়তায়, এই নতুন কাটছাঁটের উদ্যোগ নেয়া হলো এমন এক সময়, যখন তারা বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় মোখার তাণ্ডব আর সেই সঙ্গে তাদের শিবিরগুলোতে এই বছরের বিরাট এক অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন এখন হাজার হাজার শরণার্থীর সাহায্য ভীষণ প্রয়োজন।চলতি বছর, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থা বিশেষভাবে নাজুক।

ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ২৬১, প্রাথমিক তদন্তে যা জানা যাচ্ছে

বালাসোর ঃ ওড়িশা রাজ্যে তিনটি ট্রেনের পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে অন্তত ২৬১ জন নিহত হয়েছেন। আরও প্রায় ৯০০ জনকে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ চলাকালীন এক পর্যায়ে ওড়িশা ফায়ার সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল সুধাংশু সারাঙ্গি বলেছিলেন, নিহতের সংখ্যা ২৮৮ জন। পরবর্তীতে এই সংখ্যা সংশোধন করা হয়। উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে নিহতের সংখ্যা ২৬১।

ভারতের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, পিটিআই'ও বিষয়টি নিশ্চিত করে জানাচ্ছে যে মৃতের সংখ্যা ২৬১ জন।

ইন্ডিয়ান রেলওয়ের মুখপাত্র অমিতাভ শর্মা পিটিআই'কে বলেছেন, উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে। এখন আমরা সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করবো।

তবে এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে মানুষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান মুখপাত্র কে. এস. আনন্দের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে যে এখন পর্যন্ত ২৬১ জন মারা গেছে।

একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার পর পাশের লাইন দিয়ে যেতে থাকা আরেকটি ট্রেন সেটিকে ধাক্কা দেয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বলছে করোমানডেল এক্সপ্রেস আর হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়েছে। ওড়িশা রাজ্যের মুখ্যসচিব প্রদীপ জেনা দুর্ঘটনার পরপর জানিয়েছিলেন দুর্ঘটনাস্থল বালাসোরে অন্তত ২০০টি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ১০০জন অতিরিক্ত ডাক্তার সেখানে সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একজন বলছিলেন, দুর্ঘটনার পর আমি ১০ থেকে ১৫ জনের নিচে চাপা পড়ি। আমি ঐ মানুষের স্তূপে সবার নিচে ছিলাম। আমার হাতে আর ঘাড়ে আঘাত লাগে। আমি যখন ট্রেনের বগি থেকে বের হই, তখন দেখি কেউ হাত হারিয়েছে, কেউ পা হারিয়েছে, কারো আবার মুখ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গিয়েছে, ভারতের বার্তা সংস্থা এএনআই'কে বলছিলেন ঐ ভুক্তভোগী।

এই ঘটনার পর ওড়িশা রাজ্যে একদিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, শালিমার-চেন্নাই করোমানডেল এক্সপ্রেসের একাধিক বগি স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটার সময় লাইনচ্যুত হয়ে যায়। কয়েকটি বগি পাশের লাইনের ওপর পড়ে।

সে সময় ইয়াশভান্তপুর থেকে হাওড়ার দিকে যাওয়া হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ঐ লাইনে পড়ে থাকা বগিগুলোতে আঘাত করে।

ভারতের কর্মকর্তারা বলছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি মালবাহী ট্রেনেরও এই দুর্ঘটনায় ভূমিকা ছিল। এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির নেতৃত্ব দেবেন রেলওয়ে সেফটি বিভাগের কমিশনার। এই সংস্থাটি বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে।

এখন পর্যন্ত দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও সিগন্যালের সমস্যার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি জানিয়েছেন, এই রুটে ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ প্রতিরোধী ব্যবস্থা 'কবচ' ব্যবহার করা হতো না।

রেলওয়ের মুখপাত্র অমিতাভ শর্মা জানান, কবচ সিস্টেমটি এই রুটে নেই। বর্তমানে দিল্লি-হাওরা এবং দিল্লি-বোম্বে রুটে কবচ স্থাপন করা হচ্ছে।

ভারতের রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ ঠেকাতে 'কবচ' সিস্টেমটি স্থাপন করা হচ্ছে।

যখন কোনো ট্রেন ভুলবশত সিগন্যাল পার করে ফেলে, তখন কবচ ঐ ট্রেনের চালককে সতর্ক করে।

এই কবচ সিস্টেম ট্রেনের চালককে সতর্ক করতে পারে, ট্রেনের ব্রেকের নিয়ন্ত্রন নিতে পারে এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে আরেকটি ট্রেনের উপস্থিতি টের পেলে সয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন থামাতেও পারে।

ভারতের রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ২ হাজার কিলোমিটার পথে এই কবচ সিস্টেম স্থাপন করার কাজ চলছে।

(শেষ পৃষ্ঠা ০২এ)

'আমি বেঁচে গেছি, কিন্তু আমার চারপাশে অনেকে মারা গেছে'

বালাসোরঃ পূর্বাঞ্চলীয় ওড়িশা রাজ্যে শুক্রবার রাতে যে ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে সেটিকে দেশটিতে এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। দুটি যাত্রীবাহী এবং একটি মালবাহী ট্রেন এই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। কর্মকর্তারা বলছেন, শালিমার-চেন্নাই করোমান্ডেল এক্সপ্রেস ট্রেনটি বালাসোর জেলার কাছে লাইনচ্যুত হয়ে একটি দাঁড়িয়ে থাকা মালবাহী ট্রেনকে ধাক্কা দেয় এবং এটির কয়েকটি বগি উল্টোপাশের ট্রেন লাইনের ওপর গিয়ে পড়ে। সেই লাইন দিয়ে আসছিল আরেকটি দ্রুত গতির যাত্রীবাহী ট্রেন হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, যেটি ইয়াশভান্তপুর থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনায় সেই ট্রেনেরও অনেক বগি উল্টে যায়।

বিবিসি দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুজন স্থানীয় গ্রামবাসী এবং একজন আহত যাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে, যিনি করোমান্ডেল এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করছিলেন।

গিরিজা শংকর রাঠ ঃ মালবাহী ট্রেনটি একটি ভিন্ন লাইনে স্থির দাঁড়িয়ে ছিল। করোমান্ডেল এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হলো এবং এরপর মালবাহী ট্রেনটির সঙ্গে সংঘর্ষ হলো।

তখন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। অন্যদিক থেকে আসছিল আরেকটি যাত্রীবাহী ট্রেন শালিমার এক্সপ্রেস। এটি পেছন থেকে করোমান্ডেল এক্সপ্রেসকে ধাক্কা দিল। সেটির দুটি বগি লাইনচ্যুত হলো। একটা বিকট শব্দ হয়েছিল। চারিদিকে তখন কেবল ধোঁয়া।

লোকজন তখন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছ, চরম বিশৃঙ্খলা। আমি লাইনের খুব কাছাকাছি ছিলাম এবং দৌড়ে দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমরা আটকে পড়া যাত্রীদের টেনে বের করা শুরু করলাম। আমরা কিছু যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলাম, কিছু মৃতদেহও বের করতে পারলাম। চারিদিকে যে কত আহত মানুষ।

আমরা বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে তাদের বের করবো। যখন উদ্ধারকর্মীরা এসে হাজির হলো, তখন কাজটা একটু সহজ হলো। সারারাত ধরে এই উদ্ধারকাজ চলেছে। আমার মাথা যেন এখনো ঘুরছে।

টুটু বিশ্বাস ঃ আমরা একটা বিকট আওয়াজ শুনেছিলাম। আমরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে আসলাম, দেখি একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি দেখলাম মালবাহী ট্রেনটা আরেকটা ট্রেনের ওপর উঠে গেছে। আমি যখন দুর্ঘটনাস্থলে গেলাম, দেখি বহু মানুষ আহত, বহু মানুষ মারা গেছে। একটা ছোট্ট বাচ্চা কাঁদছিল। ওর বাবা মা হয়তো মারা গেছে। এর একটু পর বাচ্চাটাও মারা গেল। বহু মানুষ জল চাইছিল। আমি যত মানুষকে দেয়া সম্ভব, তাদের জল এনে দিলাম পান করার জন্য। আমাদের গ্রামের মানুষরাও এখানে এসেছিল। তারাও যতটা সম্ভব মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করলো।

পুরো ব্যাপারটা ছিল খুবই ভয়ংকর।

মুকেশ পন্ডিত ঃ ট্রেনটা যখন ধাক্কা খেল, তখন আমি ট্রেনেই ছিলাম। এরপর ট্রেনটা লাইনচ্যুত হলো। একটা বিকট জোরে শব্দ হয়েছিল, তারপর ট্রেন উল্টে গেল। আমি ভেতরে আটকে পড়েছিলাম। আধাঘণ্টা পর স্থানীয় লোকজন এসে আমাকে উদ্ধার করে। আমাদের সব জিনিসপত্র বাইরে ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল। আমি কিছুই খুঁজে পাইনি। আমি বেরিয়ে এসে মাটির ওপর বসে পড়লাম। আমার গ্রাম থেকে যে চারজন ঐ ট্রেনে যাচ্ছিল, তারা বেঁচে গেছে। কিন্তু বহু মানুষ আহত হয়েছে। অনেকে এখনো নিখোঁজ। আমি ট্রেনের যে বগিতে ছিলাম, সেখানে অনেক মানুষ মারা গেছে। যারা গুরুতর আহত হয়েছিল, তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

আত্মসমর্পণ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে নানা দাবি জানিয়ে পত্র প্রেরণ

ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্র সহ ৩৯ জন আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি (এপ্লা) ক্যাডারদের আত্মসমর্পণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ স্থায়ী শান্তি এবং সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের পথ নেওয়া বিপথগামী যুবকদের সর্বদা সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে ভারতীয় সেনার স্পিয়ার কর্পসের নিরাপত্তা বাহিনী। এরই অংশ হিসেবে কার্বি আংলং জেলার বোকাজান পুলিশ স্টেশন আসাম রাইফেলস এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ৩৯ জন আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি (এপ্লা) ক্যাডার। আত্মসমর্পণ করার পাশাপাশি বিদ্রোহী সংগঠনটি বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছে। একই সঙ্গে আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মির তরফে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বেশ কিছু দাবি জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সমাজের মূল ধারা থেকে বিপথে যাওয়া যুবকদের ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন ধরে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে ভারতীয় সেনা। বিশেষ করে আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি নামের বিদ্রোহী সংগঠনটির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাবে সক্রিয় ছিল সেনাবাহিনী। অবশেষে এর সুফল পাওয়া গেছে। শুক্রবার কার্বি আংলং জেলার বোকাজান পুলিশ স্টেশনে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের বিষয়ে আসাম রাইফেলস মহাপরিদর্শক (উত্তর) এবং স্পিয়ার কর্পসের তত্ত্বাবধানে তথা অসম পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। সফলভাবে আয়োজন করা এই অনুষ্ঠানে আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি (এপিএলএ) এর ৩৯ জন ক্যাডার আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজেদের অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি (এপিএলএ) এর চিফ ইন কমান্ডার সাহিল মুন্ডা এবং ডেপুটি চিফ ইন কমান্ডার অমর সিং কর্মকার সহ ৩৯ জন ক্যাডার উপস্থিত ছিলেন।

কার্বি আংলং জেলার বোকাজান পুলিশ স্টেশনে আয়োজিত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বৃহৎ পরিমানে অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছে আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি (এপিএলএ)। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি একে ৫৬ সিরিজের রাইফেল, ছয়টি ৭.৬৫ পিস্তল, চারটি ০.২২ পিস্তল, চারটি এসবিবিএল, দুটি ০.২২ রাইফেল সহ মোট ১৯ টি পিস্তল, ৫ টি অন্যান্য রাইফেল, ২ টি গ্রেনেড। সর্বমোট ৩১ আগ্নেয়াস্ত্র, ২৬৭ রাউন্ড জীবন্ত গোলাবারুদ, ১১ কার্তুস এবং দুটি গ্রেনেড। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সমর্পণের অধীনে আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি এই বৃহৎ পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র সহ সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে। সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্যাডারদের প্রশংসা করেছে আসাম রাইফেলস। আত্মসমর্পণ করা ক্যাডারদের পরিবার তাদের প্রিয়জনকে নিরাপদে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

এদিকে এই আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে একপক্ষীয় ভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করার কথা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি (এপিএলএ)। মূলত সংগঠনটির সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করার দাবি জানানো হয়েছে। তাছাড়া সমগ্র অঞ্চল জুড়ে শান্তি এবং সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে মোট চারটি দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। এই দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে অসমের প্রতিটি জেলা থেকে একজন করে আদিবাসী বিধায়কের আসন সংরক্ষণ, রাজ্যে আদিবাসীদের জমির অধিকার প্রদান করা, এপিএলএ ক্যাডারদের সংস্থাপন এবং বিদ্রোহী সংগঠনটির বিরুদ্ধে থাকা যাবতীয় মামলা তুলে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে এই বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে তাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে আদিবাসী পিপলস লিবারেশন আর্মি (এপিএলএ)।

কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণা সংস্থান, কলকাতাএন.এ.বি.এইচ.মর্যাদা পেয়েছে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতাকে সম্প্রতি কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (QCI) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে হাসপাতালের জন্য জাতীয় স্বীকৃতি বোর্ড (NABH)স্বীকৃতহাসপাতালহিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনে আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞানে গবেষণার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অধীনে একটি পেরিফেরাল ইনস্টিটিউট। ইনস্টিটিউটটি আঞ্চলিক গবেষণা ইনস্টিটিউট (আয়ুর্বেদ) হিসাবে ১৯৭২ সালে কলকাতার জগন্নাথ দত্ত লেনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে, এটি কলকাতার বিধাননগর সেক্টর ফাইভে ৩ একরের একটি ক্যাম্পাসে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ২০২০ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, কলকাতা করা হয়েছে। এইখানে অত্যাধুনিক সুবিধা যেমন বিভাগ, ল্যাবরেটরি এবং বিনামূল্যে ওষুধ (ওপিডি এবং আইপিডি রোগীদের জন্য), মাইনর ওটি (শল্য), কায়চিকিৎসা, পঞ্চকর্ম চিকিৎসা, রোগ নিদান ইভম, বিকৃতি বিজ্ঞান, রাস শাস্ত্র এবং ভৈষজ্য কল্পনা, জেরিয়াট্রিক্স ইত্যাদি উপলব্ধ। গত ৫০বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানে ওপিডি এবং আইপিডি পরিষেবাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, প্রায় ৫৮টিরও বেশি ক্লিনিকাল IMR প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের জন্য ICMR, CSIR, IIT, DST ইত্যাদির সাথে সহযোগিতা করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান যেমন আজাদী কি অমৃত মহোৎসব, ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ, আয়ুর্বেদ দিবস ইত্যাদি পরিচালনা করেছে।

স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করবার জন্য ইনস্টিটিউট কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ২০ শয্যা বিশিষ্ট আইপিডি (১০ শয্যার পুরুষ ওয়ার্ড এবং ১০শয্যার মহিলা ওয়ার্ড) প্রতিষ্ঠিত করেছে। অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন, চেকআপ ও সুরক্ষার মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আয়ুর্বেদিক ইনস্টিটিউট ছাড়াও, প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক গবক্ক (আয়ুষ) স্বীকৃতি পাওয়া সহজ নয় যা সেন্ট্রাল আয়ুবেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতায় বিশ্বমানের সিস্টেম মূল্যায়নের সার্টিফিকেশনের উপর স্বাস্থ্যসেবার মানের পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুবেদ মান। কিন্তু ডাঃ (প্রফেসর) রবিনারায়ণ আচার্য, মহাপরিচালক, সিসিআরএএসএর নির্দেশনায়, ইনস্টিটিউটটি ভারতের মান নিয়ন্ত্রণ (কিউ.সি.আই) থেকে মসৃণভাবে এনএবিএইচ (আয়ুষ) স্বীকৃত মর্যাদা পেয়েছে। ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ জি বাবু ইনস্টিটিউটে কর্মরত সমস্ত কর্মচারীদের সাথে একটি মিটিং ডেকেছিলেন এবং ইনস্টিটিউটটিকে আয়ুষ হাসপাতালের জন্য NABH ঘোষণা করার কথা জানান। তিনি প্রত্যেক কর্মচারীর আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং তাদের আরও এগিয়ে রাখার জন্য উৎসাহিত করেন এবং মহান কৃতিত্বের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

ডারইউনের বিবর্তনবাদ পাঠক্রম থেকে বাদ, মিছিল করল বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন

শিলিগুড়ি ঃ ডারইউনের বিবর্তনবাদ পাঠক্রম থেকে বাদ দিয়ে দিলে বিজ্ঞানের অনেক বড় ক্ষতি হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়ুয়ারা কিছু জানতে পারবে না। ফলে এই বিষয়টিকে যাতে কোনো ভাবেই নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠক্রম থেকে বাদ না দেওয়া হয় এই দাবিতে SNAP ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, স্ত্বজ্ঞচ , GEPS, ন্যাফ সহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন একত্রিত হয়ে সোমবার বিকেলে শিলিগুড়ির বাঘাযোতিন পার্কের থেকে মিছিল করে। মিছিলটি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে। মিছিল থেকে অভিযোগ করা হয় যে, ডারইউনের বিবর্তনবাদ পাঠক্রম থেকে বাদ দিয়ে দিলে বিজ্ঞানের অনেক বড় ক্ষতি হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়ুয়ারা কিছু জানতে পারবে না। ফলে এই বিষয়টিকে যাতে কোনো ভাবেই নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠক্রম থেকে বাদ না দেওয়া হয় তার দাবি তোলা হয় এদিন।

ধূপগুড়ির অঙ্কুর রায় ৯৮.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে

জলপাইগুড়ি ঃ সদ্য প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিক ফলাফলের মানচিত্রে জলপাইগুড়ির নাম ফুটিয়ে তুললো ধূপগুড়ি অঙ্কুর রায় (ষষ্ঠ)।মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও নজর কারা সাফল্য বৈরাতীগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের । অঙ্কুর রায় এবার ৯৮.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করলো। স্বাভাবিক ভাবেই খুশির হাওয়া জপলা জুড়ে।

বিভিন্ন বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা রুখতে জরুরী বৈঠক

মালদা ঃ বিভিন্ন বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা রুখতে প্রশাসনিক কর্তা, মালদা মার্চেঃটস চেম্বার অফ কমার্স ও কাউন্সিলরদের নিয়ে জরুরী বৈঠক করলেন ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জরুরী বৈঠকের আযয়োজন করা হয় ইংরেজবাজার পৌরসভার সভা কক্ষে।

উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সম্পাদক উত্তম বসাক, দমকল আধিকারিক স্বপন দাস, কাউন্সিলর শুভময় বসু, কাকলী চৌধুরী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, কাউন্সিলর ও বিভিন্ন বাজার কমিটির কর্মকর্তারা।

মঙ্গলবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের। এরপর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। জেলাশাসকের নির্দেশে ডাকা হয় জরুরী বৈঠক। আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য বিভিন্ন বাজারে কি কি করণীয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে।

এই বিষয়ে ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী বলেন, মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বাজার কমিটির কর্মকর্তা, কাউন্সিলর ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের আযয়োজন করা হয়। রিজার্ভার, ইলেকট্রিক লাইন, ফুটপাত উচ্ছেদ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিভাবে দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করবে ব্যবসায়ীরা! কোথায় রাখা হবে তা সমস্ত বিষয় নিয়ে জেলা শাসকের নির্দেশে বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু বলেন, দাহ্য পদার্থের গোডাউন ফাঁকা জায়গায় করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আগামী দিনে যাতে এইরকম ঘটনা না ঘটে তা নিয়ে প্রশাসনিক কর্তা, ইংরেজবাজার পৌরসভা ও বিভিন্ন বাজার কমিটির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাদের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু দাবি দাওয়া রাখা হয় পুরপ্রধানের কাছে।

দমকল আধিকারিক স্বপন দাস বলেন, বিভিন্ন বাজারের ফায়ার সিস্টেম সহ অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। আগামী দিনে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে, তার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে।

স্ত্রীর নামে কুরুচিকর কথা শুনতে পেয়ে এক যুবককে মারধরের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ নিজের স্ত্রীর নামে কুরুচিকর কথা শুনতে পেয়ে এক যুবককে মারধরের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত খড়িবাড়িতে। শিলিগুড়ি মহাকুমার খড়িবাড়ির ব্লকের গৌড়সিং জোতে গতকাল গভীর রাতে ব্যাপক উত্তেজনা। জানা গিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা অনন্ত বর্মনের স্ত্রীর নামে কুরুচিকর মন্তব্য করেন এলাকার এক যুবক সঞ্জীব বর্মন। নিজের স্ত্রীর নামে আছে কুরুচিকর মন্তব্য শুনতে পেয়ে সেই যুবককে মারধর করে অনন্ত। পাল্টা গতকাল রাতে মারের বদলা মারের প্রতিশোধ নিতে গভীর রাতে অনন্ত বর্মনের খোঁজে অনন্তের শ্বশুরবাড়িতে হামলা চালায় সঞ্জীব ও তার বন্ধুরা। স্কুটি নিয়ে ঘরের সামনে ধাক্কা দেওয়ার পর ঘরে ঢুকে ভাঙচুর ও বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে আসতেই সঞ্জীব ও তার বন্ধুরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় বন্দুক বের করে শুন্যে গুলি ছোড়ে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। সঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ রায়। ঘটনায় একটি স্কুটি আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসীরা। দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি জানান পঞ্চায়েত সদস্য।

উচ্চমাধ্যমিকে দশম জলপাইগুড়ির সুনীতি বালা বালিকা বিদ্যালয়ের সময়িতা দাশগুপ্ত

জলপাইগুড়ি ঃ অবশেষে প্রকাশিত হলো উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। পরীক্ষার ৫৭ দিনের মাথায় প্রকাশিত হলো ফলাফল। সদ্য প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলের মানচিত্রে জলপাইগুড়ির নাম ফুটিয়ে তুললো সময়িতা দাশগুপ্ত। শহরের সুনীতি বালা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সময়িতা দাশগুপ্তের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। রাজ্যে মোট ৮৭ জন দশম স্থান অধিকার করার মধ্যে রয়েছে সময়িতা দাশগুপ্ত। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতেই শহরের থানা মোড়ের এক বহুতল আবাসনে ভিড় জমে যায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের।এই আবাসনেই মা, বাবার সঙ্গে থাকে সময়িতা। আগামীতে ভূগোল নিয়ে নিজের পড়াশুনো কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জলপাইগুড়ির সময়িতা দাশগুপ্ত।

কার্বাইড থেকে বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকাণ্ডে দুইজন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হলো এক ব্যবসায়ীকে

মালদা। ইংরেজবাজার পুরসভার নেতাজি পুরো মার্কেটে কার্বাইড থেকে বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকাণ্ডে দুইজন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হলো এক ব্যবসায়ীকে। পাশাপাশি বুধবার দুপুর রাজ্য ফরেনসিক বিভাগের ডিরেক্টর এ. ঘটকের নেতৃত্বে চারজনের একটি প্রতিনিধি দল নেতাজি পুরো মার্কেটে তদন্তে আসে। বিস্ফোরণ যে দোকান সংলগ্ন গোডাউনে হয়েছিল সেই জায়গাটি ঘিরে রাখে পুলিশ। সেখানেই প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে ফরেনসিক কর্তারা তদারকি চালায়। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছে তদন্তকারী ফরেনসিক অফিসারেরা।

এদিকে নেতাজী পুরবাজারে আগুনের ঘটনায় ব্যবসায়ী অমরনাথ সাহাকে গ্রেফতার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতের দাদা সোমনাথ সাহারও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। যে দোকানে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে তার যৌথমালিক ছিলেন এই দুই ভাই। ঘটনায় অনিচ্ছাকৃত খুন এবং বিস্ফোরক আইনে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার মালদা জেলা আদালতের সাত দিনের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। নেতাজি পুরো মার্কেটে বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর বাবলা সরকারের। তিনি বলেন, বিস্ফোরণের দায় সবার। পুরসভা , পুলিশ ও প্রশাসন এমনকি বাজার কমিটিও এর দায় এড়াতে পারে না। এমনকি বাজি বা কার্বাইড মজুত করার অনুমতি দিতে পারে না পুরসভা।

বাবলা সরকার বলেন, বাজির কোনো লাইসেন্স ইংরেজবাজার পুরসভা দিতে পারে না। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এবং কার্বাইডেরও না। এখন আমের মরশুম উৎসাহিত দোকানদার অনেকে অনেক রকম ব্যবসা একসাথে করতে চাই।কে চোরাপথে এটা করছে সেটা দেখা উচিত। এটা সবার গাফিলতিতে একটা বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ভুল হয়ে গিয়েছে। এটা অন্যায় বলব আমাদের সবারই। সর্বোত্বিভাবে সবাই মিলে কেউ দায়িত্ব এড়াতে পারি না।

রাজার সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, এই ঘটনায় ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহ করেছ। রিপোর্ট আসলে সব পরিস্কার হয়ে যাবে। তবে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। দুই শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় ওই পরিবারের পাশে আমরা আছি। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করে একজনকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জামাইষষ্ঠীর দিন এই হাত পাখা পুজো দেওয়ার প্রচলন রয়েছে

মালদা ঃ জামাইষষ্ঠীর প্রাক মুহূর্তে মালদার বিভিন্ন বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে বাঁশ বেতের তৈরি হাতপাখা। প্রচলিত আছে ষষ্ঠী পুজোর দিন এই হাতপাখা ঠাকুরের সামনে নিবেদন করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে সেই হাতপাখা বাড়িতে নিয়ে এসে সকল সদস্যদের বাতাস করেই মঙ্গল কামনা করেন বাড়ির গৃহিণীরা। দীর্ঘদিন ধরে এই পরম্পরায় চলে আসছে ষষ্ঠী পুজোয় । যার ফলে এখন জামাইষষ্ঠীর প্রাক্কালে এই হাতপাখার ব্যাপক বিক্রি চলছে বিভিন্ন বাজারগুলিতে। কোথাও ২৫ টাকা , আবার কোথাও ৩০ টাকা দরে প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে বাঁশবেতে তৈরি হাত পাখাগুলি । গাজোল এলাকার এক বিক্রেতা মিঠুন দাস বলেন, জামাইষষ্ঠীর দিন এই হাত পাখা পুজো দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। ষষ্ঠী পুজোতে এই হাতপাখা সঙ্গে যাবতীয় পুজোর সামগ্রী একসঙ্গে দেবী মাতার থানে পুজো দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সেই হাত পাখায় বাতাস করে বাড়ির সদস্যদের মঙ্গল কামনা করেন মহিলারা। যার ফলে জামাইষষ্ঠীর পাক মুহূর্তে এখন হাত পাখা ভালো বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতারা আসছেন হাতপাখা কিনতে। বাঁশ বেতের তৈরি এই হাতপাখা আগে থেকেই বিভিন্ন গ্রামের কারিগরদের আমরা বরাত দিয়ে থাকি। সময়ের মধ্যে সেই হাতপাখা বাজারে নিয়ে এনে এখন বিক্রি করা হচ্ছে। এবছর বাঁশবেতে তৈরি হাত পাখা বিক্রি করে ভালোই লাভ করার কথা জানিয়েছেন বিভিন্ন এলাকার বিক্রেতারা।

ঝাড়খন্ড একাডেমিক কনসিল বোর্ড ২০২৩ এর দ্বাদশ শ্রেণী বাণিজ্য শাখার পরীক্ষায় রাজ্যে তৃতীয় এবং জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করলেন ঝুমরিতিলাইয়ার রিয়া

কোডারমা (সন্দীপ মুখার্জী)। ঝুমরিতিলাইয়া শহরের তারাটাঁড়ের বাসিন্দা অনিল কুমার কেশরী ও রীনা কেশরীর দ্বিতীয়া কন্যা স্থানীয় রামলখন সিং কলেজের ছাত্রী রিয়া কেশরী রাজ্য স্তরে উপরোক্ত পরীক্ষার বাণিজ্য বিভাগে তৃতীয় স্থান এবং কোডারমা জেলায় প্রথম হওয়ার জন্য প্রাক্তন জিপ সভাপতি শালিনী গুপ্তা অভিনন্দন জানিয়েছেন। শনিবার প্রাক্তন জিপ সভাপতি শালিনী গুপ্তা ঝুমরিতিলাইয়ার মেয়ে রিয়া কেশরীকে এই দুর্দান্ত সাফল্য অর্জনে উৎসাহিত করতে বাড়িতে পৌঁছেছেন এবং রিয়াকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করেছেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, কন্যা বড় হলেই সমাজ গড়ে ওঠে। রাজ্যে তৃতীয় স্থান এনে শিক্ষা যে অমূল্য সম্পদ তা প্রমাণ করেছেন রিয়া। তিনি আরও বলেন যে বাড়ি থেকেই শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়। রিয়ার এই কৃতিত্বে প্রাক্তন জিপ সভাপতি বিশেষ করে তার মা রীনা কেশরী, বাবা অনিল কুমার কেশরী এবং দিদিমা কে অভিনন্দন জানিয়েছেন যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কন্যাকে সুশিক্ষা দিতে কোনো খামতি রাখেননি। সিএ হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষী রিয়া এই সামাজিক সম্মান পেয়ে উচ্ছ্বসিত। এই উপলক্ষে কোডারমা জেলা কেশরবাণী বৈশ্যসভার সভাপতি ড. সুরেশ সাহু, হাজারীবাগ জোন মন্ত্রী ড. রামবতার কেশরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ প্রসাদ কেশরী, অশোক কেশরী, শঙ্কর কেশরী, অরুণ কেশরী, সুধীর কেশরী, সতীশ কেশরী, ভিকি কেশরী প্রমুখ ব্যক্তি গণ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নতুন রেকর্ড গড়েছে ধানবাদ মণ্ডল মাল লোডিং এবং উপার্জন উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় রেলওয়েতে প্রথম স্থান অর্জন

কোডারমা (সন্দীপ মুখার্জী)। মাল লোডিং এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে পূর্ব মধ্য রেলওয়ের ধানবাদ বিভাগ একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। ২০২৩২৪ আর্থিক বছরের প্রথম ২ মাসে (এপ্রিল এবং মে) ধানবাদ বিভাগ ৩১.১৮ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করে ভারতীয় রেলওয়েতে প্রথম স্থান অর্জন করে একটি গর্বিত কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই লোডিং আগের অর্থবছরের একই সময়ে করা ২৮.৫৭ মিলিয়ন টন থেকে ৯.১৩ শতাংশ বেশি। ধানবাদ বিভাগ মাল লোডিংয়ের পাশাপাশি আয়ের ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড তৈরি করেছে। চলতি আর্থিক বছরের মে ২০২৩পর্যন্ত মালবাহী লোডিং ৪১৪৩.৫৬ কোটি টাকা আয় করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৭শতাংশ বেশি।

রোটারি আই চ্যারিটেবল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন জয়কুমার গাঙ্গওয়াল

কোডারমা (সন্দীপ মুখার্জী)। সম্প্রতি ঝুমরিতিলাইয়া শহরে রোটারি আই চ্যারিটেবল ট্রাস্টের এক সভা পার্বতী দেবী আএস সরাফ রোটারি ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নির্বাচন পদাধিকারী রো সুরেশ জৈন ২০২৩২৫ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করান। নতুন কমিটিতে সভাপতি জয়কুমার গাঙ্গওয়াল, সহসভাপতি কুমার পূজারা, সম্পাদক কৈলাশ চৌধুরী, সহসম্পাদক অজয় আগরওয়াল, কোষাধ্যক্ষ কমল শেঠি নির্বাচিত হন। নতুন চেয়ারম্যান জয়কুমার গাঙ্গওয়াল বলেন, রোটারির মূল উদ্দেশ্য সমাজসেবা। এই রোটারি ক্লাব কোডারমা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে এবং করে চলেছে। এই ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত চক্ষু হাসপাতালে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়। অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের চোখের পরীক্ষা এবং অপারেশনও করা হয় বিনামূল্যে। প্রায়ই ছানি ক্যাম্পেরও আযয়োজন করা হয়। সভায় প্রধানত মহেশ দারুকা, বিকাশ শেঠ, রাজেন্দ্র মোদী, রামরতন মহর্ষি, সুভাষ বর্ণওয়াল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(পৃষ্ঠা ১এর শেষ)

ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায়.....

ফেব্রুয়ারিতে উত্তর প্রদেশে দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর রেলওয়ে বোর্ডের সিনিয়র কর্মকর্তারা দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করেন, যার মাধ্যমে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রেলগাড়ি নিরাপদভাবে চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়গুলো নিয়ে রেলওয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে কাজ করে তারা।

দুর্ঘটনার কারণ যা জানা যাচ্ছে

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে চেন্নাইগামী করোমানডেল এক্সপ্রেসের চারটি বগি ও ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে পাশের রেললাইনে পড়ে, যেই লাইন দিয়ে ইয়েশভান্তপুরহাওড়া এক্সপ্রেস যাচ্ছিল।

দ্বিতীয় ট্রেনটির পেছন দিকের দুটি বগি তখন লাইনচ্যুত হয়।

রেলওয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন যে করোমানডেল এক্সপ্রেসের ১২টি বগি বাহানগর বাজার স্টেশন পার করার সময় লাইনচ্যুত হয় এবং পাশের লাইনের ওপর পড়ে। সেসময় ঐ লাইন দিয়ে হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেন যাওয়ার সময় সেগুলোর সাথে ধাক্কা খায় এবং ট্রেনটির তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। পত্রিকাটির খবর অনুযায়ী, বাহানগর বাজার স্টেশনে চারটি রেললাইন আছে যার একটিতে দুর্ঘটনার সময় একটি মালবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীবাহী ট্রেন দুটি ভিন্ন ভিন্ন লাইনে একে অপরকে বিপরীত দিক দিয়ে পার করার কথা ছিল। কিন্তু একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে পাশের লাইনে পড়ে গেলে বিপরীত দিক থেকে আসা হাওড়া এক্সপ্রেসের সাথে সেটির সংঘর্ষ হয়। হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকা বলছে, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে করোমানডেল এক্সপ্রেসের ১৫টি কোচ লাইনচ্যুত হয়ে পাশের লাইনের ওপরে পড়ে এবং পরে হাওড়া এক্সপ্রেসের সাথে সংঘর্ষ হলে সেই ট্রেনের দুটি বগি লাইনের বাইরে চলে যায়। অন্য একটি সূত্রের বরাত দিয়ে দ্য হিন্দু পত্রিকা খবর প্রকাশ করেছে যে প্রথমে ইয়েশভান্তপুর হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়। করোমানপেল এক্সপ্রেস পশ্চিমবঙ্গ থেকে তামিলনাড়ু যাতায়াতের মাধ্যম। দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে ট্রেনটি শালিমার স্টেশন অতিক্রম করে। দ্য হিন্দু পত্রিকা বলছে, মূলত তামিলনাডুতে কাজের জন্য ও উন্নত চিকিৎসার জন্য যারা গিয়ে থাকেন, তারা এই ট্রেনটি ব্যবহার করে থাকেন।

দুর্ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে উপস্থিত সাংবাদিকদের পাঠানো খবর ও ছবি দিয়ে সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতির আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে ট্রেনের চারটি বগি উল্টে থাকতে দেখা যায়। কয়েকটি বগি একটি আরেকটির উপরে উঠে আছে। কিছু বগি বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মালবাহী ট্রেনের ওপরে একটি ট্রেনের ইঞ্জিন উঠে থাকতে দেখা যায়। রেললাইন সহ আশেপাশের জায়গাগুলোতে ট্রেনে থাকা মানুষের জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। লাইনের পাশে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা মৃতদেহ সারিতে রাখা ছিল। কিছুক্ষণ পরপর এই মৃতদেহগুলো গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রেনের বগির ভেতরে মানুষের স্যান্ডেল, কাপড় এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। উদ্ধারকাজ চলাকালীন কয়েকজনকে পড়ে থাকা কাপড় ও দড়ির সাহায্যে টেনে বের করা হয়। দুর্ঘটনায় অনেকেরই হাত বা পা কাটা পড়েছে বলে বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া কারো কারো জীবন বাঁচানোর জন্য হাত, পা কেটেও বের করতে হয়েছে বলে জানায় প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা মানুষ বলছেন যে বগির ভেতর থেকে এখন আর কোনো আওয়াজ আসছে না। ধারণা করা হচ্ছে যে বগির নিচে আর কেউ চাপা পড়ে নেই। তবে উদ্ধারকাজ এখনো চলছে। উদ্ধারকাজ চালাতে ও আহতদের চিকিৎসায় ভারতের সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ওড়িশার মুখ্য সচিব প্রদীপ জেনা জানিয়েছেন ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত মানুষকে গোপালপুরে একটি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এর বাইরে কিছু মানুষকে বালাসোর মেডিকেল কলেজেও নেয়া হয়েছে। হাসপাতালের বাইরে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বালাসোর হাসপাতালের পোস্টমর্টেম বিভাগের বাইরে শত শত মানুষ ভিড় করেছে। বালাসোরে শুক্রবার রাতেই ৫০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদীপ জেনা। মানুষ নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে এসে রক্ত দান করে যাচ্ছে।

ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শুক্রবার দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভুক্তভোগীদের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের আশ্বাস দেন। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা শীঘ্রই বোঝা যাবে। এই দুর্ঘটনার দায় নিয়ে তিনি পদত্যাগ করবেন কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তা মানুষের জীবন বাঁচানো ও উদ্ধারকাজ শেষ করা। প্রাথমিক অবস্থায় দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া যাত্রীরা হতাহতদের উদ্ধারকাজে সহায়তা করছিলেন। আহত যাত্রীদের হাসপাতালে নিতে সাহায্য করছিল স্থানীয় বাস কোম্পানিগুলো। ভারতের সবচেয়ে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে ১৯৮১ সালে। সেসময় অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বিহার রাজ্যে সাইক্লোনের সময় লাইনচ্যুত হয়ে নদীতে পড়ে যায়। ঐ দুর্ঘটনায় অন্তত ৮০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক টুইট বার্তায় শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ অব্যাহত আছে। ভুক্তভোগীদের সম্ভাব্য সব ধরণের সহায়তা দেয়া হবে, টুইটে লেখেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এ দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বাজেটে ঋণের উপর অতি নির্ভরতায় যেসব সংকট হতে পারে

ঢাকা ঃ বাজেটের ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের উপর অতি নির্ভরতা ভালো চোখে দেখছেন না অর্থনীতিবিদরা। তারা মনে করছেন রাজস্ব আদায়ে অদক্ষতার কারণেই এই ঋণের উপর নির্ভরতা বাড়ছে।

এই ঋণ নির্ভরতা অর্থনীতিতে নানা সংকট তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন তারা। এরমধ্যে প্রধান উদ্বেগ হলো মূল্যস্ফীতি আরো বাড়ার আশঙ্কা। বেসরকারি বিনিয়োগে ঋণের সংকট এবং দেশি-বিদেশি ঋণ ও ঋণের সুদ পরিশোধের চাপ। প্রস্তাবিতবাজেটের আকার এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড়সাত লাখ ৬১ হাজার, ৭৮৫ কোটি টাকা। কিন্তু বাজটে অনুদান ছাড়া ঘাটতি ধরা হয়েছে দুই লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আদায় করবে চার লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বরাদ্দ ধরা হয়েছে দুইলাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫.৩ শতাংশ।ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মোট এক লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। বৈদেশিক উৎস (অনুদানসহ) থেকে আসবে এক লাখ ছয় হাজার ৩৯০ কোটি টাকা।

অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক খাত থেকে এক লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও ব্যাংকগুলো নিজেরাই এখন তারল্য সংকটে ভুগছে। এ অবস্থায় সরকারের ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে টাকা ছাপাতে হচ্ছে। সর্বশেষ চলতি অর্থবছরেও সরকারকে ঋণ দিতে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে ৭০ হাজার কোটি টাকা ছাপাতে হয়েছে। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, সরকার যদি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তার প্রতিক্রিয়া একরকম। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে তার প্রতিক্রিয়া আলাদা। সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাপিয়ে দেবে। এতে মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব পড়তে পারে, এটা আরো বেড়ে যেতে পারে। গত বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৭০ হাজার কোটি টাকা সরকারকে ঋণ দিয়েছে। এটা নিয়ে বিতর্ক আছে যে এখন যে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে তাতে কোনো না কোনোভাবে এর প্রভাব আছে কী না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার ডলার বিক্রি করে টাকা তুলে নিয়েছে। সেই কারণে হয়তো টাকার সার্কুলেশন সার্বিকভাবে কম আছে।

তার কথায়, অন্যদিকে সরকার যদি কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তাহলে ব্যক্তি উদ্যোক্তারা বঞ্চিত হতে পারেন। এবার বাজেটে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বড় ধরনের বিনিয়োগের আশা করা হয়েছে। তাহলে তারা বিনিয়োগের অর্থ কোথায় পাবে? তারা তো ব্যাংকের কাছেই যাবে। কারণ আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট খুব দুর্বল। এখন সরকারকে বড় অংকের ঋণ দেয়া আবার ব্যক্তিখাতেও ঋণ দেয়ার মতো এত টাকা আমাদের ব্যাংকের কাছে নাই।

তিনি বলেন, আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি) এবং বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ প্রায় সমান। তার মানে হলো ঋণ করে এডিপি বাস্তবায়ন করা হবে। কিন্তু যখন এর সুদ এবং আসল ফেরত দিতে হবে তখন কিন্তু এর আকার বেড়ে যাবে। চাপ আরো বাড়বে।

আর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, যদি অভ্যন্তরীণ ঋণের অনুপাত জিডিপির শতকরা পাঁচভাগের কম হয় তাহলে সমস্যা হয়না। কিন্তু এর বেশি হলে সমস্যা। রাজস্ব আদায়ে অদক্ষতার কারণে সরকারকে এই ঋণ করতে হয়। আগামী বাজেটে বিদেশি ঋণের বোঝা হবে চার বিলিয়ন ডলারের। তিনিও মনে করেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা ছাপিয়ে সরকার ঋণ নিলে মূল্যস্ফীতি বাড়বে।

প্রস্তাবিত বজেটে (২০২৩-২৪) ৯৪ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে সুদ পরিশোধে। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ আছে ৮০ হাজার ৩৯৪ কোটি টাক। এ সুদ ব্যয় অনুন্নয়ন বাজেটের একক খাত হিসাবে সর্বোচ্চ ১৯.৫ শতাংশ।

সেলিম রায়হান বলেন, গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বাজেটে বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা বাড়ছে। আবার সুদসহ ঋণ ফেরত দেয়ার চাপও বাড়ছে। আশঙ্কার কথা আগামী দুইতিন বছরের মধ্যে এই চাপ দুই গুণ হয়ে যেতে পারে। কারণ আমরা বেশ বড় কিছু ঋণ নিয়েছি। আরেকটি কথা হলো এই ঋণ কিন্তু আমাদের ডলারে শোধ করতে হবে। এখন যদি আমরা বৈদেশিক আয়ে (ডলার) সাফল্য দেখাতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের বিদেশি ঋণের বোঝা বেশ বড় হয়ে আসবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ গত সাত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। গত অর্থবছরে(২০২১-২২) দেশের মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল ৯৫.২৩ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ৪১.১৭ বিলিয়ন ডলার। এখন মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ ৫৫৮ ডলার। তবে জিডিপির অনুপাতে এই ঋণ এখনো সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে, ২০.৬ শতাংশ।

কিন্তু অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, আপনি জানেন এটা আসলে হিসাবের মারপ্যাঁচ। আমাদের দেখতে হবে রিজার্ভ বৈদেশিক ঋণের অনুপাত। সেদিক দিয়ে আমরা এখন ভালো অবস্থায় নেই। কারণ ঋণ তো আমাদের ডলারে শোধ করতে হয়। আর লংটার্ম বিদেশি ঋণে সুবিধা আছে। অনেক সময় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সময়ে আমরা বেশ কিছু শর্ট টার্ম লোন নিয়েছি। ড. মইনুল ইসলাম বলেন, জিডিপির অনুপাতে বৈদেশি ঋণ এখনো সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও কিছু মেগা প্রকল্পে যে বিশাল ঋণ নেয়া হয়েছে তা আমাদের তেমন কাজে আসবেনা। তাই বিদেশি ঋণ নেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা প্রয়োজন।তার কথায়, আর ব্যাংক থেকে বিনিয়োগের নামে ঋণ নিয়ে দেশের বাইরে পাচার করা হচ্ছে। এটা ঠেকাতে না পারলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাবে।

দুই বছরের শিশুকে ফিরিয়ে দিতে জার্মানিকে ভারতের চাপ

বার্লিন ঃ সাত মাস বয়সে আরিহা শাহ নামের ভারতীয় এক শিশুকন্যাকে বাবামায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেয় বার্লিনের কর্তৃপক্ষ।

প্রায় দুই বছর জার্মানির সামাজিক সুরক্ষা সেবার অধীনে থাকা শিশুটিকে ভারতে বাবামায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে শুক্রবার আহ্বান জানিয়েছে ভারত। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আরিহা তার দাদী বা নানীর মাধ্যমে আহত হওয়ার পর বার্লিন কর্তৃপক্ষ তাকে বাবামায়ের কাছ থেকে আলাদা করে। সাত মাস বয়সের সেই আরিহার বয়স এখন দুই বছরের বেশি। ২০ মাস ধরে জার্মান সামাজিক সুরক্ষার অধীনে পালক বাবামায়ের কাছে আছে সে। আর তার জন্মদাতা বাবামা এখন আছেন মুম্বইয়ে।

বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে ভারতের সরকার। ঘটনাটি দিল্লি ও বার্লিনের মধ্যে কূটনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। ডিসেম্বরে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবকের ভারত সফরের সময় প্রসঙ্গটি উঠে আসে।

এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়ছে বাঙালি কন্যা সাগরিকা চট্টোপাধ্যায়ের কথা। দুই বছর আইনি লড়াইয়ের পর নরওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সন্তানদের ফিরে পান তিনি। সাগরিকার জীবনের ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে'। ১৭ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত সিনেমাটি। ছবিতে দুই সন্তানের মা দেবিকা চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রানি।

চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছিল স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে ভিনদেশে সংসার দেবিকার। চাকরিসূত্রে নরওয়েবাসী দেবিকার স্বামী। দুই সন্তানকে নিয়ে হাসিখুশি সংসারে এক দিন নেমে আসে বিপদ। দেবিকার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার দুই সন্তানকে। নিজের সন্তানকে ফিরে পেতে লড়াই শুরু করেন দেবিকা চট্টোপাধ্যায় তথা 'মিসেস চ্যাটার্জি'। আরিহার প্রসঙ্গে আবারও এই চলচ্চিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন অনেকে। সামাজিক মাধ্যমে 'রিটার্ন আরিহা' নামে একটি হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ডও চলছে।

কী বলছে ভারত সরকার?

শুক্রবার হিন্দুস্তান টাইমস ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচিকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বার্লিনে ভারতীয় দূতাবাস 'আরিহা শাহকে ভারতে ফেরাতে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।''

অরিন্দম বাবু বলেন, ''আরিহা শাহ একজন ভারতীয় নাগরিক।শিশুটির জাতীয়তা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি ঠিক করবে তাকে লালনপালনের জন্য কোথায়, কোন কেয়ারে রাখা যেতে পারে। আমরা জার্মান কর্তৃপক্ষকে আরিহাকে ভারতে পাঠানোর জন্য যা যা করা দরকার সেই ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এটা তার অধিকারের মধ্যে পড়ে।

অরিন্দমবাবুর মতে শিশুকন্যাটির সর্বোত্তম স্বার্থ শুধুমাত্র তখনই বোঝা সম্ভব যখন সে নিজের দেশে থাকবে, যেখানে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করা যেতে পারে।''

নয়াদিল্লি বারবার জার্মান কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে বলেছে, ''তার সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পটভূমির সঙ্গে যেন আরিহার সংযোগে কোনো আপোস না করা হয়।''

অরিন্দম বাবু হতাশা প্রকাশ করে বলেন, শিশুকন্যাটিকে জার্মানির একটি সেবাকেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তার মতে, শিশুটির মানসিক বিকাশের জন্য এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ভারতীয় গণমাধ্যম শুক্রবার জানিয়েছে, ১৯টি রাজনৈতিক দলের ৫৯ জন ভারতীয় সাংসদ মেয়েটির হেফাজত নিয়ে তাদের উদ্বেগ জানিয়ে জার্মান রাষ্ট্রদূত ফিলিপ আকেরমানকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

রাজনীতিবিদরা তাদের চিঠিতে লিখেছেন, ''পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে, নাগরিকদের কল্যাণের জন্য আমাদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। ভারতে জার্মানির প্রতিনিধি হিসাবে জার্মান কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগের কথা জানাতে অনুরোধ করছি। আরিহাকে বাড়িতে আনতে সাহায্য করার জন্য যা যা প্রয়োজন, সেই ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।''

আরিহা শাহের কী হয়েছে?

বার্লিনে কর্তৃপক্ষ ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে আরিহা শাহকে তার বাবামায়ের থেকে আলাদা করে। ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, জার্মানিতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তার নানী বা দাদী। তার মাধ্যমে শিশুটি আচমকা চোট পায়।

বাবামা আরিহাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে সতর্কতা জারি করা হয়। পরে তাকে জার্মানির যুব কল্যাণ দপ্তরের অফিসের হেফাজতে রাখা হয়।

প্রথমে শিশুকন্যাটির বাবামায়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনা হলেও পরে তা তুলে নেয়া হয়।

এর মধ্যে আরিহাকে আর তার বাবামায়ের কাছে ফেরত দেয়া হয়নি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে মেয়েটির বাবামা জানায়, ১৫-২০ দিন পরপর সন্তানের সঙ্গে তাদের দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

জার্মানিতে কর্মরত মেয়েটির বাবা ও তার মা পরে মুম্বইয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন।

ডিসেম্বরে ভারত সফরের সময়, জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক বলেন, শিশুটি ভাল আছে এবং তার 'সুস্থতা প্রথম অগ্রাধিকার'। তিনি আরো বলেন, জার্মানি ''প্রত্যেক শিশুর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কথা মাথায় রাখে। জার্মানির যুব অফিস তাদের প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়।''

বার্লিন চাইল্ড সার্ভিসেস সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার তুলে নিতে একটি সিভিল কাস্টডি মামলা দায়ের করেছে।

জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব মেলেনি।

'স্যাংশন ঠেকাতে লবিস্ট নিয়োগ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার'

ঢাকা ঃ বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান দাবি করেছেন, রাষ্ট্রের স্বার্থে নয়, সরকার যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ করেছে যেন আর নিষেধাজ্ঞা না আসে। আহমেদ আজম খান বলেন, ''তারা দেশে অত্যাচার করবে, আর সেখানে লবিস্ট নিয়োগ করবে যেন স্যাংশন না আসে।''

বিএনপি কখনো লবিস্ট নিয়োগ করেনি বলেও দাবি করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত। তিনি বলেন, ''সরকারের অর্থেই লবিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে। কারণ এটি করা হয়েছে রাষ্ট্রের স্বার্থে, কোন দলের স্বার্থে নয়।''

''আগে বাংলাদেশ অত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাই লবিস্টের প্রয়োজন হয়নি,'' বলেন তিনি।

অর্থনৈতিক ও ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের গুরুত্ব বাড়ায় লবিস্ট নিয়োগ করা এখন প্রয়োজন হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মোহাম্মদ এ. আরাফাত। তিনি বলেন, ''বিভিন্ন দেশই এ কাজ করে। তারা জনসংযোগের কাজ করে।''

মার্কিন ভিসানীতি বিষয়ে আহমেদ আজম খান বলেন, ''এই নীতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনকে সহযোগিতা করবে।''

''আমাদের আন্দোলন হল সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার যে, এই সরকারের অধীন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। তাই এই নতুন ভিসানীতিকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। এর মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন আরো জোরালো হবে,'' যোগ করেন তিনি।

তিনি দাবি করেন, এই ভিসানীতি সরকারের ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে।

জবাবে আরাফাত বলেন, ''ভিসানীতি নিয়ে কেউই চিন্তিত নয়।''

তারা শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে নির্বাচনকে সমর্থন করছে বলেও দাবি করেন তিনি।

তাহলে কেন সরকারের পক্ষ থেকে ৩ মে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে জানার পর নানা রকমের সমালোচনামূলক বক্তব্য এবং এমনকি তাদের কাছ থেকে কিছু কেনা হবে না এমন বক্তব্য দেয়া হল এ প্রশ্নের জবাবে আরাফাত বলেন, ''এটা কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নয়।''

''যুক্তরাষ্ট্র থেকে বা যে স্যাংশন দেবে, তার কাছ থেকে আমি কিছু কিনব না, এ সিদ্ধান্ত আরো তিন মাস আগের,'' বলেন তিনি। তবে বাংলাদেশ সরকার মার্কিন বেসরকারি খাত থেকে কিছু না কেনার এই ঘোষণা বেসরকারি পর্যায়ে বাণিজ্যে কোন প্রভাব ফেলবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

''আমরা তাদের বার্তা দিতে চেয়েছি,'' বলেন আরাফাত।

নেতাকর্মীদের ওপর মামলা ও খুনগুম ও এর সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি সেল গঠন করেছে বিএনপি। সেই তথ্য মার্কিনিদের কাছে দেয়া হবে কি না এ প্রসঙ্গে আজম পরিষ্কার উত্তর না দিয়ে বলেন, ''দেয়া হতে পারে। তালিকা কার কাছে দিব সেটা পরে ঠিক করব। যখন দেশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না, তখন যারা নেবে তাদের কাছে যতে হবে।''

অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ একটি চিঠি দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে। সেই চিঠি বিদেশিদের কাছে নালিশ কি না, তা জানতে চাওয়া হলে আরাফাত বলেন, ''এটি নালিশ নয়। ২০১৪ সালে বিএনপির যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করেছে, সেটি নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা তৈরির সামিল। তাই তাদের ক্লিপসহ (বক্তব্যসহ) পাঠিয়েছি। আমরা ওয়াচ করছি যে, তারা যে নিরপেক্ষতার কথা বলেছে, তা পালন করছে কি না।''

মৃত মাবাবার জন্য সন্তানের করণীয়

ঢাকা ঃ পৃথিবীতে মানুষের যত প্রাপ্তি আছে, তার মধ্যে নেককার সন্তান অন্যতম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন, 'ধন, ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের অলঙ্কার-শোভা।' (সুরা কাহাফ ঃ৪৬)।

পৃথিবী মানুষের কর্মের জায়গা। কর্মফল ভোগের স্থান পরকাল। কিন্তু পৃথিবীতে নেককার সন্তান রেখে গেলে মৃত্যুর পরও কর্ম জারি থাকে এবং তার ফল মৃত্যুপরবর্তী সময়ে ভোগ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণিত আছে। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যখন কোনও ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল কখনও বন্ধ হয় না। এক. সদকায়ে জারিয়া, দুই. ওই ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, তিন. নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' (মুসলিম শরিফ, হাদিস ঃ১৬৩১)

যখন মাবাবা মারা যান, তখন নেককার সন্তানের বেশকিছু করণীয় বিষয় আছে। সেগুলো তুলে ধরা হলো

১. মাবাবার ঋণ পরিশোধ করা

বাবামায়ের মৃত্যুর পর সন্তান সর্বপ্রথম দায়িত্ব হতে পারে তাদের রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করা। কারণ, রাসুল (সা.) ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে যায়, যতক্ষণ তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস ঃ ৪১৩)

২. শপথের কাফফারা

মৃত্যুর আগে যদি ভুলকৃত হত্যাসহ মাবাবার কোনও কাফফারা বাকি থাকে, তাহলে সন্তান তা পূরণ করবে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনও মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্তপণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদকা (মাফ) করে দেয়, (তাহলে তা ভিন্ন কথা)। (সুরা আননিসা, আয়াত ঃ৯২)

৩. ওয়াদা বাস্তবায়ন করা

মাবাবা যদি কারও সঙ্গে ভালো কাজের ওয়াদা করে যান, তাহলে সন্তান যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৩৪)

৪. মানত পূরণ করা

মাবাবা কোনও মানত করে গেলে, সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'কোনও এক নারী রোজা রাখার মানত করেছিল, কিন্তু সে তা পূরণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করলো। এরপর তার ভাই এ বিষয়ে রাসুল (সা.)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করো। (ইবনে হিবান, হাদিস ঃ২৮০)

৫. ক্ষমা প্রার্থনা করা

মৃত বাবামায়ের তরফ থেকে উপরোক্ত দায়িত্বগুলো পালনের পরও নেককার সন্তান তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সেটা আল্লাহ এবং মানুষ সবার কাছেই। কারণ, সন্তান মাবাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহতায়ালা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। হাদিসে এসেছে, 'মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কী জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।' (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস ঃ৩৬)

৬. তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা

এছাড়াও নেককার সন্তান তার বাবামায়ের জন্য এসব আমলও করতে পারে। যেমন নফল নামাজ আদায় করা, কবর জিয়ারত করা, মাবাবার ভালো কাজগুলো জারি রাখা, মাবাবার গুনাহের কাজগুলো বন্ধ করা, কোরবানি করে সওয়াব পাঠানো, ওমরা করা, রোজা রাখা, মাবাবার পক্ষ থেকে সদকা করা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা ফজিলত হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে।

মলডোভা কি ইউক্রেনে ঢুকে যাবে?

মলডোভা ঃ ইউরোপের অন্যতম ছোট রাষ্ট্রটিতে শুরু হচ্ছে ইউরোপীয় পলিটিকাল কমিউনিটি সামিট। ইউক্রেন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হওয়ার কথা। ইউরোপের অন্যতম ছোট এবং দরিদ্র রাষ্ট্র মলডোভা। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ হয়েছে দেশটি। এবং তারপরেই ইউরোপীয় পলিটিকাল কমিউনিটি (ইপিসি) সামিটের দায়িত্ব পড়েছে তার ঘাড়ে। বৃহস্পতিবার মলডোভার রাজধানীর সামান্য দূরে মিমি ক্যাসেল এবং ওয়াইনারিতে একত্রিত হবেন বিশ্বনেতারা। ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছেন ৪৭টি দেশের রাষ্ট্রনেতারা। রাশিয়া এবং বেলারুশ ছাড়া ইউরোপের অধিকাংশ দেশই এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। আরো বেশ কিছু দেশকে এর ভিতরে ঢোকানোর পরিকল্পনা আছে। বস্তুত, তুরস্ক, আজারবাইজান, আর্মেনিয়ার মতো দেশগুলিকেও এই সামিটে অংশ নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, কসোভো, বসনিয়াও এতে অংশ নেবে বলে জানা গেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সামিটে ইউক্রেন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হবে। কীভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আরো বেশি করে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াতে পারে, সে বিষয়ে কথা বলবেন সকলে। বস্তুত, এর আগে প্রথম ইপিসি হয়েছিল প্রাগে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা প্রায় সলকলেই সেখানে একটি বিষয়ে কার্যত সহমত হয়েছিলেন- ইপিসি আলোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চ। ফলে ইউক্রেনকে সামনে রেখে আরো বিস্তারিত আলোচনার সম্ভাবনা আছে এই বৈঠকে। একদিকে রোমানিয়া এবং অন্যদিকে ইউক্রেন এর মাঝে ছোট্ট রাষ্ট্র মলডোভা। ১৯৯২ সালে এই রাষ্ট্রের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাশিয়া ঘনিষ্ঠ এই অংশের নাম ট্রান্সনিস্ট্রিয়া। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ওই অঞ্চলে রাশিয়া তাদের সেনা মোতায়েন করে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি বড় প্রশ্ন হলো, ইউক্রেনের পর রাশিয়া আরো পশ্চিমে অগ্রসর হবে কি না। সেক্ষেত্রে মলডোভাকে গ্রাস করা রাশিয়ার পক্ষে খুব কঠিন কাজ নয়। এই বিষয়টি মাথার রেখে মলডোভাকে ক্রমশ ইউক্রেনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। এবারের সামিটে এই বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে। এই সামিটের আরেকটি লক্ষ্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে সকলকে একত্রিত করা। সে কারণেই ইউরোপায় ইউনিয়নের বাইরেও বেশ কিছু দেশকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ইউরোপীয় নেতাদের অনেকেই মনে করেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আরো বড় করা প্রয়োজন। কিন্তু ইইউতে যুক্ত হওয়ার নিয়ম খুবই কঠিন। সেই নিয়ম কীভাবে বদলানো যায়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরো শক্তিশালী মঞ্চ কীভাবে গড়ে তোলা যায়, এই সমস্ত বিষয়গুলিই আলোচনা হবে এই সামিটে। জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ শলৎস এবিষয়ে ইতিমধ্যেই আশা প্রকাশ করেছেন। এই সামিট থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ পাওয়া যাবে বলেই তিনি মনে করেন। গত ইপিসিতে মাক্রোঁ বলেছিলেন, ইউরোপীয় দেশগুলির ছোটবেলার সমস্যা হলো, তারা মাঝে মাঝেই গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সেই রাস্তা থেকে সরে গিয়ে সকলকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একত্রিত হতে হবে। বস্তুত, ইউরোপের একাধিক দেশে কার্যত গৃহযুদ্ধের আবহাওয়া। আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে গণ্ডগোল চলছে। তুরস্কের নিজস্ব সমস্যা আছে। কসোভোয় বিক্ষোভ চলছে। বসনিয়া দীর্ঘ সময় লড়াই দেখেছে। এই ছোট ছোট লড়াইগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে শক্তিশালী ইউরোপ তৈরি হবে না বলেই মনে করেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট।

সম্পাদকীয়

চারিদিকে মৃতদেহ, কান্না, অ্যাম্বুলেন্সের হুটারের শব্দ

চারপাশে শুধু মৃতদেহ। তিনটি ট্রেনের অধিকাংশ কামরা পড়ে গিয়েছে পাশে। তিনটি ট্রেনের প্রায় সব কামরা পড়ে আছে মাটিতে। কোনও কামরা পুরোপুরি উল্টে গেছে। চাকা উপরে উঠে গেছে। আশেপাশে, সামনে পিছনে শুধু মৃতদেহ। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ। ছবি তুলছি। আর সেই সঙ্গে ভয়ংকর মন খারাপ গ্রাস করছে আমাকে।। অতি কষ্টে চোখের জল চেপে ধরে ছবি তুলে যাচ্ছি। ওড়িশায় বালেশ্বরের কাছে বাহানগাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে চেন্নাই থেকে আসা করমণ্ডল এক্সপ্রেস, বেঙ্গালুরু হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এবং একটি মালগাড়ি। দুর্ঘটনার পর এখানে পৌঁছে দেখছি ভয়ংকর ছবি। এমন দৃশ্য যা দেখে মাঝে মধ্যেই আঁতকে উঠছি। আতঙ্কিত হচ্ছি। চোখের সামনে যা দেখছি, তাতে একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, কী করে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে? একটা কামরার উপরে উঠে গেছে একটা ইঞ্জিন। অধিকাংশ কামরা আর দাঁড়িয়ে নেই। প্রায় সব পড়ে গেছে মাটিতে। কোনওটা গিয়ে পড়েছে রেললাইনের পাশের নয়ানজুলিতে। কিছু সময় আগেও যারা বেঁচে ছিলেন, তারা এখন লাশ মাত্র। রেলমন্ত্রণালয় তাদের সংখ্যা জানাচ্ছে। একটু পর পরই সেই সংখ্যা বাড়ছে। শুরুতে ছিল ৩৩, এখন ২৩৮। কোথায় গিয়ে সেই সংখ্যা থামবে তা বুঝতে পারছি না। অ্যাম্বুলেন্সের তীক্ষ্ণ হুটারের শব্দ মাঝেমধ্যেই কানে আসছে। প্রার্থনা করছি, যাদের নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে, তারা যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন। চোখের সামনে এই মৃত্যুমিছিল সহ্য করতে পারছি না। যতই পেশাদার চিত্রসাংবাদিক হই না কেন, নিজের কাজের দিকে যতই মন দেয়ার চেষ্টা করি না কেন, সামনের এই দৃশ্যের একটা অভিঘাত তো থাকবেই। কিছু জায়গায় লাইন বলে কিছু নেই। লোহার লাইন ভেঙে গেছে। কংক্রিটের স্লিপার ভেঙেচুরে গেছে। কামরা থেকে বের করা হচ্ছে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ। সেই দেহ তোলা হচ্ছে ম্যাটাডোরে। স্বজনদের খুঁজছেন মানুষ। তাদের আশা একটাই, যদি এখনো কামরার ভিতরে বেঁচে থাকেন তারা। জানি না, তাদের আশাপূরণ হবে কি না, তবে তারাও শিউরে উঠছেন, যখন মৃতদেহ বের করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ বলছেন, মালগাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে। সেই ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। উল্টোদিক থেকে আসছিল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। উল্টে যাওয়া কামরায় ধাক্কা লেগে সেই ট্রেনের অধিকাংশ কামরা উল্টে যায়। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তা রেল কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যাবে। সেটা ভবিষ্যতের কথা। বর্তমান হলো, মৃত্যুমিছিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা থেকে জগন্নাথদেবেরজন্মদিন থেকে একপক্ষকালীন জ্বর

নির্মাল্য গাঙ্গুলী
প্রাবন্ধিক

হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা পালিত হয়। জগন্নাথের ভক্তদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান জগন্নাথদেব,যিনি জগতেরনাথ বা জগদীশ্বর। রথযাত্রা এবং বহুদা যাত্রার (উল্টোরথের)আগে, আমাদের আরও একটি আকর্ষণীয় যাত্রা সম্পর্কে জানা উচিত। জগন্নাথ রথযাত্রার আচার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি রথযাত্রার দিনের অনেক আগে থেকেই শুরু হয় স্নানযাত্রা।

আষাঢ় মাসে রথযাত্রার ১৬ দিন আগে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পালিত হয় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। স্নান যাত্রারদিনটিকে জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব তিথি বা জন্মদিন হিসেবে পালন করা হয়।এই তিথিতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন সিংহাসন থেকে স্থানান্তরিত হন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। গর্ভগৃহ থেকেতিন দেবদেবীকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হয় স্নানমন্ডপে - স্নানবেদিতে।পুরীর মন্দিরপ্রাঙ্গনে বিশেষ ভাবে তৈরি করা এই মণ্ডপ এত উঁচু যে মন্দির প্রাঙ্গনেরবাইরে থেকেও বেদিতে উপবিষ্ট বিগ্রহ সমূহঅবলোকন করা যায়।অনুষ্ঠানের দিন স্নানমণ্ডপকে ঐতিহ্যবাহী ফুল, বাগান ও গাছের চিত্রকল্প দ্বারা সজ্জিত করা হয়। বাদ্যযন্ত্র এবং মন্ত্রোচ্চারণে মন্দ্রিত এই শোভাযাত্রাকে বলা হয় পহাণ্ডি। তার পর মন্ত্রপাঠ সহ সব রীতি নীতি ও উপাচার পালন করে উদযাপিত হয় জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার স্নানযাত্রা।এর পর বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ধুপ, ধুনো অর্পণ করা হয়।স্কন্ধ পুরাণ অনুসারে রাজা ইন্দ্রদুম্ন যখন জগন্নাথদেবের কাঠের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন তখন থেকে এই স্নান যাত্রার উৎসব শুরু।

মোট ১০৮ কলসের জল এবং অন্যান্য উপাদানে স্নানাভিষেক করানো হয় ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার। কথিত আছে, গ্রীষ্মের তপ্ত আবহাওয়ায় এই স্নানযাত্রা অতি গুরুত্বপূর্ণ।স্নানযাত্রার পর তিন দেবদেবীকে পরানো হয় শুভ্র সাদা বেশ। পরে তাঁদের বসন হয় হাতি বেশ, যা পরিচিত গজবেশ নামে। এই গজবেশ গণেশ বা গণপতিরই একটি রূপ। স্নানপূর্ণিমা উপলক্ষে নিবেদন করা হয় বিশেষ ভোগ।

বলা হয়, স্নানযাত্রার পর বিগ্রহের ঠান্ডা লাগে। তাই মন্দিরের অনসর কক্ষে তাঁদের রাখা হয়। সেখানে আয়ুর্বেদিক মতে জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলভদ্রের সেবা ও শুশ্রূষা করেন রাজবৈদ্য। যত দিন তিন বিগ্রহ অনসর কক্ষে থাকেন, তত দিন পালিত হয় অনসর পর্ব। এই পক্ষকালে পুণ্যার্থীরা তাঁদের দর্শনলাভ করতে পারেন না।এক পক্ষকাল অতিবাহিত হলে তিন বিগ্রহকে দেখতে পান অগণিত ভক্ত। এর পর চলে রথযাত্রার জন্য অপেক্ষা।স্নানযাত্রার পর মন্দির পনেরো দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকে।এক পক্ষকালপরে ভগবান ফিরে এসে ভক্তদের দর্শন দেন। ঈশ্বরের এই দর্শনগুলিকে বলা হয় নব যুব দর্শন ও চক্ষু উৎসব। একে নেত্রোৎসব'ও বলা হ্য় এবং এর পরের দিনই পালিত হয় জমকালো জগন্নাথ রথযাত্রা উৎসব!

এই বছর জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা বা স্নানপূর্ণিমা পালিত হবে রবিবার - ২০শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে। এই দিনটিকে বলা হয় দেবস্নানযাত্রাও।পূর্ণিমা তিথি শুরু হয়েছে শনিবার, ৩রা জুন সকাল ১১.১৭ মিনিটে। পূর্ণিমা থাকবে ৪ঠা জুন সকাল ৯.১১ মিনিট পর্যন্ত।

স্নানযাত্রার দৃশ্য চাক্ষুস করতে এই সময় পুরীতে ভিড় করেন বহু মানুষ। কারণ মনে করা হয় জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দর্শন করা হলে সব পাপ থেকে মুক্তি মেলে।স্নানযাত্রার পর শুরু হবে আষাঢ়ের রথযাত্রার জন্য অপেক্ষা। এ বছর রথযাত্রা পড়েছে ২০ জুন, রবিবার।

গোপন আচার - 'সেনাপাতা লাগি' নামে পরিচিত এই গোপন আচারটি জগন্নাথ মন্দিরে স্নান যাত্রার এক দিন আগে শুরু হয়।স্নানযাত্রার আগের দিন সকালে জগন্নাথ মন্দিরের সেবাইতরা ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রার গোপন আচার শুরু করেন। 'সেনাপাতা লাগি' নামে পরিচিত গোপন আচারটি, যা সকাল ৭টায় শুরু হয়, বড় দাণ্ড (গ্র্যান্ড রোড) এর মুখোমুখি আনন্দবাজারের কাছে স্নান মণ্ডপে (স্নানের বেদি) তাদের পহাণ্ডিবিজে (মিছিল) চলাকালীন প্রভুদের দেহ রক্ষা করার জন্য করা হয়।

সেনাপাতা আচারের সময়, দৈতপতি সেবাকারীরা প্রভুর দেহে বাউল কাঠের (বাউল গাছের কাঠের টুকরো) তৈরি একটি পেস্ট প্রয়োগ করে।যেহেতু আচারের সময়কাল চার ঘন্টা, তাই এই মন্দির ভক্তদের দর্শনের জন্য বন্ধ থাকে।এদিকে, রাঘব দাস মঠে ফুল বিক্রেতাদের পাহান্দি বিজের জন্য তাহিয়া (ফুল দিয়ে তৈরি ভগবানের মুকুট) এবং দেবদেবীর গজবেশের জন্য কাজ চলে রাঘব দাস মঠ ও গোপাল তীর্থ মঠ।

স্নান মণ্ডপে প্রভুর নির্বিঘ্ন দর্শনের সুবিধার্থে মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে ব্যারিকেড দেওয়া হ্য়।স্নানযাত্রার আগের দিন জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা, সুদর্শন চক্র ও মদনমোহনের বিগ্রহের একটি বিশাল শোভাযাত্রা মন্দিরের থেকে বার করে স্নানবেদীতে এনে রাখা হয়। ভক্তেরা এই সময় দর্শন করতে আসেন।মহাপ্রভু রত্নসিংহাসনে ফিরে আসার পরে নীলাদ্রি বিজের পরে সেনাপাতা লাগিটি সরানো হয়।

স্কন্ধ পুরানে রথযাত্রা

স্কন্দপুরাণম্ অনুসারে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরেই প্রথম বার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই অনুষ্ঠানের আযোজন করেছিলেন। স্কন্ধ পুরানে রথযাত্রার মহিমা বর্ননা করে বলাহয়েছে যিনি শ্রীগুন্ডিচা মন্দিরে (জগন্নাথ'দেবের মাসীর বাড়ী) ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করারসৌভাগ্য অর্জন করেন, তিনি সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন।

নাতঃ পরতরং কর্ম হ্যানায়াসেন মোচনম্।
জ্যৈষ্ঠজন্মদিনে স্নানং হর্রেযদবলোকিতম্।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় শ্রী হরির স্নানযাত্রা দর্শনের মাধ্যমে অনায়াসেই জীব মুক্তি লাভ করতে পারে। এমন কি কেউ যদি ভক্তি সহকারে একবারও স্নান যাত্রা মহোৎসব দর্শন করেন, তাঁর সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ সুনিশ্চিত হয়ে যায়। তার আর শোক করতে হয় না। জৈমিনি মুনি স্নান যাত্রার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ভগবান পুরুষোত্তমের স্নানযাত্রা দর্শন করলে জীব তীর্থ সমূহে স্নান করার থেকেও শতগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয় এবং এতে কোনো সংশয় নেই।

(স্কন্দপুরাণ ৩১.৮২) জৈমিনি ঋষি আরোও বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ আন্তরিকতার সাথে স্নান কালে ভগবানকে নিরীক্ষণ করে, তাদেরকে আর মাতৃগর্ভে বাস করতে হয় না। উৎসুকতাপূর্ণ হৃদয়ে স্নানযাত্রা দর্শন করলে জীবগণ ভবসাগর থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে। পরম আনন্দ সহকারে স্নানযাত্রা দর্শন করলে মানুষ আজন্ম যা পাপ করেছে তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

জগন্নাথের জ্বর হয় পনেরো দিনের জন্য। এক পক্ষকাল পরে মন্দির দর্শনের জন্য ফের খোলা হয়। নয়নকল উৎসবে মহাপ্রভুর নয়ন খুলবে। জগন্নাথদেবকে সাজানো হয়। শ্রীক্ষেত্র পুরী হল মর্ত্যের বৈকুন্ঠ।পুরী শ্রীমন্দিরের চারটেপ্রতীক সম্পন্ন প্রবেশদ্বার হস্তি,অশ্ব, সিংহ,ব্যাঘ্র।উত্তর দিকে হস্তীদ্বার মোক্ষ,দক্ষিণ দিকে অশ্বদ্বার অর্থ,পূর্ব দিকে সিংহদ্বার ধর্ম এবং পশ্চিম দিকে ব্যাঘ্রদ্বারকাম প্রতিপন্ন করে।

জগন্নাথদেব সিংহ দরজা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। হস্তি দরজা দিয়ে জগন্নাথ বের হযন সমাধিতে যাওয়ার জন্য। দরজা বন্ধ থাকে সবসময়। শুধু জগন্নাথ সমাধিতে যান এই দরজা দিয়ে।

স্নান যাত্রার মূল তত্ব

একবার দেবকী, বাসুদেবের বাসনা হল তীর্থ স্নান করবে। বলরাম কৃষ্ণ বললেন দেবকী বাসুদেবকে। কুরুক্ষেত্রে অমাবস্যায় সূর্যগ্রহনের স্নান করলে মোক্ষ লাভ হয়। কুরুক্ষেত্রে একুশবার ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করেছিল। তাদের রক্ত থেকে এই সরোবর। আবার পরশুরাম ওখানে তর্পন করে ঐ ক্ষত্রিয়দের। ঐ সরোবর পূর্ণ তীর্থে পরিনত হয়।ঐ খানে সবাইকে নিয়ে আসেছেন দ্বারকাদীশ শ্রীকৃষ্ণ। মা দেবকী, বাসুদেব, সঙ্গে সুভদ্রা মাতা, কৃষ্ণের আট জন মহাপটরানী, সঙ্গে বলরাম তার সাথে বারুণী, রেবতী যাচ্ছেন। অনেক সৈন্য, অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজছে।

নারদজী ভাবছেন, শ্রীকৃষ্ণ আসেছেন কুরুক্ষেত্রে এই কথা ব্রজবাসীদের বলতে হবে। নারদজী বীনায় কৃষ্ণ নাম করতে করতে চললেন ব্রজে। একমাসের বেশীসময় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে থাকবে এই খবর দিতে চললেন নারদজী ব্রজে। ব্রজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে জ্বলতে লাগল। যোগ ধ্যানে বসলেন নারদজী কেন তার অঙ্গ জ্বলছে। বিরহ তাপে অঙ্গ জ্বলছে ব্রজধামের, যমুনার, স্থাবর জঙ্গম, গোবৎস, গাভী, গোপ গোপী, মা যশোদা নন্দবাবা। কৃষ্ণবিরহে সবাই কাঁদছে। নারদজী দেখলেন ব্রজে নন্দালয়ে যশোদা ননী নিয়ে গোপাল গোপাল করে কাঁদছে। শ্রীদাম পটে আঁকা কৃষ্ণের ছবি দেখে কেঁদে কেঁদে বলছে, কানাইয়া দেখ মিষ্টি ফল আনেছি। এঁটো ফল দিই নি রে। এঁটো ফল দিলাম বলে তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি এই বলে কাঁদতে লাগল।

এদিকে রাধা কাঁদে সখীদের গলা ধরে। নারদজী বললেন তোমাদের নয়নাভিরাম কুরুক্ষেত্রে। চল তোমরা দর্শন করবে তোমাদের প্রাণ গোবিন্দকে। রাধাকে বলল ললিতা চল সখী তোকে সাজিয়ে দিই।রাধারাণী বলল আমি সেজে বসে আছি। নয়ন সেজেছে শ্যামের রূপ দর্শনে, হাত সেজেছে শ্যামের পদসেবনে,কানের ভূষন আমার শ্যামের নাম শ্রবন।সবাই চল কুরুক্ষেত্রে। বিরহিনী গোপীরা এক কুঞ্জে শ্যাম আছে শুনে দর্শনে ব্যাকুলতা নিয়ে গেল। দেখল যে বনমালী, যে গোপালকে ওরা ভালবাসত সে কৃষ্ণ নয়। কোথায় বনমালা কোথায় চুড়া। এ রাজার বেশে কৃষ্ণকে ভালবাসে না ওরা। দেখা না করে চলল রাধা। যোগমায়া দেখলেন রাধারানী কৃষ্ণ দর্শন না করে চলে যাচ্ছেন। কৃষ্ণকে বলল রাধারানী চলে গেছে শুনে শ্যামের মনে বিরহ হল রাধা বিরহ। এদিকে যোগমায়া অপূর্ব কুঞ্জ রচনা করলেন রাধা আর প্রিয় সখীদের জন্য। কৃষ্ণ আসবেন রাধার সেই অপূর্ব কুঞ্জে। কিন্তু এর জন্য রুক্মণীকে মানে লক্ষীকে রাজি করাতে হবে। রুক্মনী তো রাজি হয় না কিছু তো। কিছুতে যেতে দেবে না তাকে। এই নিয়ে দুইজনের রাগ। তাইতো রাগ করে লক্ষী রান্না করে না। তখন কৃষ্ণ বলে আমার দাদা বলরাম কি দোষ করল, ও কেন না খেয়ে থাকবে। তাই শুধু পাচন রান্না করেন।

কুরুক্ষেত্রে এই স্নান এল জগন্নাথের স্নান যাত্রা। এই যোগমায়ার কুঞ্জ হল গন্ডিচা মন্দির। যা যোগমায়া তৈরি করলেন।

জগন্নাথের জ্বর হল রাধার বিরহ জ্বর হল। জগন্নাথ যাবে রথে করে ভক্ত দর্শনে। রাধার কুঞ্জে গন্ডিচা মন্দিরে যাবে রথে করে। কিন্তু লক্ষী যেতে দেবে না। জগন্নাথের সাথে বলরাম সঙ্গে সুভদ্রা তাতে রাজি হলেন মা লক্ষী। তাই রথে আগে বলরাম, পরে সুভদ্রা তারপর জগন্নাথ।

পুরীতে জগন্নাথ স্নান

পুরীতে স্নানের জন্য উত্তর দিকের বিশেষ কুয়ো থেকে জল আনা হয়। জল আনার সময়পুরোহিতরা তাদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেনযাতে জল তাদের মুখনিঃসৃত কোন কিছু দ্বারা এমনকি তাদের নিঃশ্বাস দ্বারা দূষিত না হয়।

স্নান মহোৎসবের পূর্বে জগন্নাথ,বলরাম এবংসুভদ্রা দেবীকে সিল্কের কাপড় দ্বারা আবৃত করাহয় এবং তারপর লাল এক ধরনের পাউডার দিয়েপ্রলেপ দেওয়া হয়। ১০৮ টি স্বর্ণ পাত্র জল দ্বারাপূর্ণ থাকে। এই জল দ্বারা অভিষেক করা হয়। অভিষেকের সময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ,কীর্তন এবংশঙ্খ বাজানো হয়।এরপর জগন্নাথ দেব এবং বলরাম দেবকে হাতিবেশে সাজানো হয়। এই সময় সুভদ্রা দেবীকেপদ্ম দিয়ে নতুন সাজে সাজানো হয়। স্নান যাত্রা উৎসবের পর স্নান পূর্ণিমা থেকে আষাঢ়ী অমাবস্যা পর্যন্ত১৫ দিন ভগবানকে জনসাধারণ থেকে দূরে রাখা হয়।এই ১৫ দিন মন্দিরে । এই ১৫ দিনে ভগবানের নিত্য পূজা পাঠ চালু থাকে এবং তার সাথে সাথে এই অনসর সময়ে ভগবান জগন্নাথ দর্শন করার জন্য জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের ঠিক ডান দিকে জগন্নাথ পট্ট দর্শন করা হয়সময় ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা দেবীকে রত্নবেদী নামে এক বিশেষ বেদীতে রাখাহয়। যেহোতু স্নান করানোর ফলেবিগ্রহ সমূহ বিবর্ণ হয়ে যায়।

এই ১৫ দিনে জগন্নাথদেবকে আগের নব সাজে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৬ তমদিনে জগন্নাথ দেবকে আবার সবার দর্শনের জন্যউন্মুক্ত করা হয়।প্রসঙ্গত জগন্নাথ ভগবানের অনঅবসর সময়ে ভগবান তিনি বিশেষ কিছু লীলা করে থাকেন তার প্রধান কারণ হচ্ছে ভগবান তিনি সবার অগোচরে থেকে প্রত্যেকের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি প্রেমকে তিনি আরো সমৃদ্ধ করেন বিরহের দ্বারা এবং ভগবান জগন্নাথ তিনি অবসর সময়ে তিনি নব শৃঙ্গারে সুসজ্জিত হনড এই অনবসর সময়ে ভগবান জগন্নাথদেবের অভিন্ন রূপকে দর্শন করার জন্য ভক্তরা ব্রহ্মগিরিতে অলরনাথ মন্দিরে যান। তাঁরা বিশ্বাস করেন, অনসর পর্যায়ে জগন্নাথ অলরনাথ রূপে অবস্থান করেন। কথিত আছে, রাজবৈদ্যের আয়ুর্বৈদিক 'পাঁচন' খেয়ে এক পক্ষকালের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন তাঁরা। সুস্থ হয়ে উঠে এরপর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রাজবেশে সজ্জিত হয়ে রথযাত্রা করে মাসির বাড়ি যান। এই কয়েকটি দিন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দর্শনের জন্য বিগ্রহের পরিবর্তে মূল মন্দিরে তিনটি পটচিত্র রাখা হয়।

জানা অজানা

নিজের ঘোল কেউ টক বলে না

সুনীল কুমার দে

একটা প্রবাদ বাক্য আছে,,নিজের ঘোল কেউ টক বলে না অর্থাৎ সবাই আত্ম প্রশংসা করে,নিজের দোষ কেউ স্বীকার করতে চায় না ও নিজের নাম যশ সবাই চায়।তাছাড়া সবাই মনে করে সংসারে সেই সবার থেকে ভালো আর সবাই খারাপ,সে যা বলে সেটাই ঠিক,সে যা করে সেটাই ঠিক।একজন মাস্টার আর একজন মাস্টারের নিন্দা করে ও তাকে খারাপ বলে,সে কিছু জানে না বলে বদনাম করে।একজন ডাক্তার আর একজন ডাক্তারের নিন্দা করে ও তার অপপ্রচার করে।একজন কবি লেখক আর একজন কবি লেখকের নিন্দা করে ও তাকে ছোটো করার চেষ্টা করে।একজন পত্রকার আর একজন পত্রকারের ভুল ধরে ও তার নিন্দা করে।একজন নেতা অন্য আর একজন নেতার থেকে নিজেকে শক্তিশালী,প্রভাবশালী,সৎ, চরিত্রবান, পরিপক্ক বলে মনে করে ও প্রচার করে ও অন্য নেতার পিন্ডি চটকায়।একজন ধর্ম গুরু অন্য আর একজন ধর্ম গুরুর থেকে নিজেকে ভালো জ্ঞানী,সিদ্ধ,সাধক,শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে।এক ধর্ম আর এক ধর্ম কে ঘৃণা করে,ছোট ও খারাপ বলে মনে করে ও প্রচার করে।এক রাজনৈতিক পার্টি অন্য রাজনৈতিক পার্টির সমালোচনা করে,নিন্দা করে ও অপপ্রচার চালায়।এক দেশ আর এক দেশের নিন্দা করে ও সমালোচনা করে।একজন বৈজ্ঞানিক আর একজন বৈজ্ঞানিকের নিন্দা করে ও তাকে ছোটো বলে মনে করে।একজন গায়ক আর একজন গায়কের ভুল ধরে,তার নিন্দা করে ও তাকে ছোটো করে।একজন অভিনেতা আর একজন অভিনেতাকে হেয় জ্ঞান করে ও তার সমালোচনা করে।একজন শিল্পী,একজন কারিগর,একজন মিস্ত্রি এমন কি একজন শ্রমিক ও নিজেকে অন্য লোকের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও ভালো বলে পরিচয় দেয়।এই পৃথিবীটা সত্যি বড়ই অদ্ভুত।কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।কেউ উন্নতি করুক,কারো নাম হউক এটা কেউ চায় না।বড়োদের সম্মান,গুণীজনের সম্মান,যোগ্যতা ও প্রতিভার মর্যাদা কেউ দিতে চায় না।সবাই নিজের ঢোল পেটাতে চায় ও নিজের ঘোল কেউ টক বলে না।

সাময়িকী

প্রীতমের ছোঁয়ায় ফজলু মাঝির 'দেওরা' যেভাবে কোটি মানুষের

জামিল আশরাফ খান
কলামিস্ট

বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী প্রীতম হাসান আবার আলোচনায় 'দেওরা' গানটির কারণে। ডয়চে ভেলের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন নদীমাতৃক দেশের মাঝিদের এই গানের কোটি শ্রোতার মন জয় করে নেয়া এবং সংগীতে নিজের পথ চলা নিয়ে।

'লেটস টক অ্যাবাউট ইট' নামে জার্মানি থেকে একটি ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করেন হাম্মাদ ও হ্যারিস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গাননিয়ে তারা পর্যালোচনামূলক ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে উঠে এসেছে কোক স্টুডিও বাংলার মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠা 'দেওরা' গানটিও। অন্তর্জালে গানটি নিয়ে কথা বলছেন জার্মানি, সুইডেনে, ফিলিপাইন্স, তুরস্ক, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের কনটেন্ট নির্মাতারাও। পশ্চিমা ঘরানার সংগীতায়োজনে গানটির সঙ্গে ঠোঁট মিলাচ্ছেন দেশবিদেশের অজস্র শ্রোতা। তেমনই একজন দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় টিকটকার কিজেমিন। আবার সুদূর তানজানিয়ার জনপ্রিয় কনটেঃট নির্মাতা ভাইবোনের এরকমই একটি ভিডিও ১২ লাখেরও বেশিবার দেখা হয়েছে। ইসলাম উদ্দীন পালাকার ও ফজলু মাঝির সঙ্গে দেওরার সংযোজিত অংশটি গেয়েছেন প্রীতম হাসান। 'ছায়া কণ্ঠে' ছিলেন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়ন পাওয়া (শুরুয়াত) অ্যালবামে কাজ করা প্রথম বাংলাদেশি কম্পোজার আরমীন মুসা ও তার 'ঘাসফড়িং কয়্যার'। প্রীতম হাসানের কম্পোজ ও সংগীত পরিচালনায় গানটি পেয়েছে নতুন মাত্রা। কালজয়ী বাংলাকে নতুন সংগীতায়োজনে অনেকটা নতুন আদলে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে গত কয়েক বছর ধরে। 'সিলোন গান লাউঞ্জ', 'আইপিডিসি আমাদের গান', 'গান বাংলা উইন্ড অব চেঞ্জ', আর সবশেষ 'কোক স্টুডিও বাংলা' তেমনই উদ্যোগ। ইউটিউবে মুক্তিপ্রাপ্ত গানগুলো নিয়ে চলছে আলোচনা ও বিতর্ক। দেওরা নিয়েও কম সমালোচনা হয়নি। যেমন, কারো কারো প্রশ্ন ছিল, পালাকার কেন মেয়েলি পোশাক পরেছেন? রীতি অনুযায়ী, পালাকাররা নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্রেই অভিনয় করেন। অতীতে অভিনয়ের জন্য নারী শিল্পী খুঁজে পাওয়া যেতো না, আর সে কারণেই নারীর চরিত্রেও দেখা যেতো পুরুষকে। এ বিষয়টি না জেনে হয়ত কেউ কেউ এর মধ্যে 'অশ্লীলতা' খুঁজছেন! তবে সব ছাপিয়ে গানটির জয়রথ এগিয়েই চলেছে। কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে তিন সপ্তাহে গানটি দেখা হয়েছে তিন কোটি বারেরও বেশি, যা এ চ্যানেলে প্রকাশিত যেকোনো বাংলা গানের ক্ষেত্রেই রেকর্ড। দুই কোটি ৪০ লাখ ভিউ নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা 'ভবের পাগল' শিরোনামের গানটি মুক্তি পায় এক বছর আগে। শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশিদের কাছে প্রীতম আগে থেকে পরিচিত হলেও এখন 'দেওরা' দিয়ে তিনি বিদেশেও পরিচিতি পাচ্ছেন। গানটি নিয়ে যে উচ্ছ্বাস তা কেমন উপভোগ করছেন জানতে চাইলে প্রীতম ডয়চে ভেলেকে বলেন, সব প্রশংসা ফজলু মাঝির প্রাপ্য। তার গানটি আমি জাস্ট নিয়ে এসে নতুন করে রিঅ্যারেঞ্জড করেছি। এটাই ছিল আমার আসল কাজ। আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে নতুন জেনারেশনের কাছে যেন আমাদের জারিসারি গান ঠিকঠাক রিপ্রেজেঃট করতে পারি। ভালো লাগছে এই ভেবে, গানের মূল স্রষ্টাএই গানের অংশ হতে পেরেছেন এবং সবাই তার কথা বলছে। তিন মিনিট ৪৭ সেকেন্ড দৈর্ঘের গানটি নিয়ে নেতিবাচক কোনো অভিমত পেয়েছেন কিনা জানতে চাইলে প্রীতম বলেন, ''মন্দ ফিডব্যাক আসলে সেভাবে পাইনি। পেলেও সেটি খুবই নগণ্য। মানুষের এত বেশি ভালোবাসা পাচ্ছি আসলে সেই অর্থে নেতিবাচক মন্তব্য চোখে পড়ছে না। গুরু হাবিব ওয়াহিদ ও মায়ের কাছ থেকেও প্রশংসা পেয়েছেন বলে জানান প্রীতম । এবার চেনা যাক ফজলু মাঝিকে। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বনগ্রামের ফজলু মিয়া পেশায় কৃষক। তার বাবা ও ভাই একসময় নৌকার ভাইজাল (গায়ক) ছিলেন। তাদের কাছ থেকে দীক্ষা নেয়া ফজলু কাজের ফুরসতে লিখে ফেলেন গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের জারি গান। নিজের মতো সুরও দেন। বর্ষা মৌসুম এলেই ফজলু বিভিন্ন এলাকায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। নৌকায় বাইচাল ছাড়াও থাকেন একজন ভাইজাল, যিনি গানেসুরে তাল দিয়ে বাইচালদের (চালক) উৎসাহ দেন। এতে নৌকার বাইচালদের মনোবল বাড়ে। মূলত নিজ এলাকায় নৌকাবাইচের গায়কের ভূমিকা পালন করেন ফজলু মিয়া। সেখানে 'হাতে লাগে ব্যথা রে, হাত ছাইড়া দেও সোনার দেওরা রে..' গানটি গেয়ে থাকেন। ফজলু মিয়ার নৌকাবাইচে গাওয়া গান ভিডিও করে অনেকেই আবার ইউটিউবে প্রকাশ করেন। এমন এক ভিডিওতেই সংগীত পরিচালক প্রীতম হাসানের চোখে পড়েন ফজলু মিয়া। কোক স্টুডিওতে কাজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে প্রীতম বলেন, ''গানটি করার সময় অনেক ধরনের জটিলতা ছিল। সেটা উতরে গেছি। শাওন ভাই (গাউসুল আলম শাওন) লিরিক্স অ্যারেঞ্জমেন্টে সহযোগিতা করেছেন, বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এটা আমার জন্য বড় ব্যাপার। অর্ণব ভাই (শায়ান চৌধুরী অর্ণব) ছিলেন পুরো প্রজেক্টের মেন্টর, তার কাছে সবচেয়ে বড় সহায়তা পেয়েছিলাম।

পাঠকের চিঠি

আমরা বাংলা শিখবো কেন?

আপনারা অনেকেই বলবেন,,আপনারা এতো বাংলা বাংলা করছেন,কি আছে বাংলা ভাষায়।আমরা বাংলা শিখবো কেন।বাংলা ভাষা শিখলে কি আমাদের কেরিয়ার তৈরি হবে।আমরা মডার্ন হতে পারবো।প্রথমত বলি,,বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা,মায়ের ভাষা যে ভাষায় প্রথম মা বলেছি।সেই ভাষা,শিখবো না,জানবো না।দ্বিতীয়ত কেরিয়ারের কথা আমরা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ে বাংলা শিখেছি,হিন্দি শিখেছি,ইংরেজি শিখেছি ও সংস্কৃত শিখেছি।চাকরি করেছি,বড় হয়েছি ও মানুষ হয়েছি।তৃতীয়ত আধুনিক বা মডার্ন হওয়া।রাশিয়া,চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের মানুষেরা নিজেদের মাতৃভাষা কে নিয়ে আধুনিক হয়নি,মডার্ন হয়নি,উন্নতি করেনি।তাই ভাষা কোনো বাধা নয়।মেধা থাকলে যে কোনো ভাষা নিয়ে বড় হওয়া যায়।চতুর্থত, আমাদের বাংলা ভাষাতে যে সব উন্নত ধরণের গান আছে যেমন পদাবলী,বাউল,শ্যামা সংগীত,রবীন্দ্র গীতি,নজরুল গীতি,পল্লীগীতি প্রভৃতি তা গাইবো কেমন করে যদি না বাংলা জানি।সব কিছু তো বাংলাতেই লেখা।পঞ্চমত রামায়ণ,মহাভারত, গীতা,ভাগবত,পুরান,লক্ষীর পাঁচালি,কথামৃত আদি সবই তো বাংলায়,বাংলা না জানলে সেই সব শাস্ত্র পাঠ করবো কি করে,জ্ঞান অর্জন করবো কি করে।ষষ্ঠমত পাঁজি বাংলাতে লেখা যা আমাদের প্রতিদিন প্রতিটি কাজে দরকার।আমরা যদি বাংলা না জানি তাহলে পাঁজি টা দেখবো কি করে।মা,বাবা,কাকিমা,কাকাবাবু,মামী মা,জ্যেঠিমা, পিসি বাবু,পিসি মা সবই তো বাংলা শব্দ যেখানে মধুরতা ও আত্মীয়তা আছে।বাংলা না জানলে তা বলবো কি করে। এবার বাঙালী ভাই ও বোনেরা একটু চিন্তা করুন আমাদের বাংলা জানা কেন প্রয়োজন।

তাই বাংলা শিখুন,বাংলা পড়ুন ও বাংলা বলুন। কারণ, মোদের গরব,মোদের আশা,আমরি বাংলা ভাষা।

সুনীল কুমার দে, জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

পল্টন বাজারের এএসটিসির কার্যালয়ে কর্মচারীদের প্রতিকী অনশন পালন

অসম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থন, প্রতিবাদী কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সভাপতি রিপুন বরার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃশুক্রবারেও অব্যাহত রয়েছে এএসটিসির টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ব্যাপক প্রতিবাদ কার্যসূচি। এদিন গুয়াহাটি মহানগরের পল্টন বাজার স্থিত এএসটিসির কার্যালয়ে সারা অসম পরিবহন নিগম কর্মচারী সংস্থা প্রতিকী অনশন পালন করেছে। কর্মচারীদের এই আন্দোলন কার্যসূচির পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন অসম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস। দলটির সভাপতি রিপুন বরা কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই সমর্থনে কথা ঘোষণা করেছেন।

প্রসঙ্গত এএসটিসির টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বৃহস্পতিবার অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন। তাছাড়া রাজ্য জুড়ে অধিকাংশ এএসটিসির কার্যালয়ে কর্মচারীদের ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়েছিল। এমনকি রাজ্য পরিবহন নিগমের কর্মচারীদের প্রতিবাদ কার্যসূচির ফলে এএসটিসির স্বাভাবিক বাস চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখা গেছে। অবশেষ শুক্রবারও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

এদিন মহানগরের পল্টন বাজার স্থিত এএসটিসির কার্যালয়ে সারা অসম পরিবহন নিগম কর্মচারী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দ্বিজেন লহকরের নেতৃত্বে কর্মচারীরা সকাল আটটা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত প্রতিকী অনশন পালন করেছেন। মূলত ৭৭১ জন কর্মচারীকে পুনরায় নিযুক্তি প্রদানের দাবিতে এই আন্দোলনকারী সূচি পালন করা হয়েছে। অসম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরার নেতৃত্বে ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল এদিন পরিবহন নিগমের কার্যালয়ে আযোজিত প্রতিবাদী আন্দোলন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে এক্ষেত্রে দলটি কর্মচারীদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের তৎকালীন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আইপিএস আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারির অতি শীঘ্র গ্রেফতারের দাবী জানান। এএসটিসির টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী চাকরি থেকে বরখাস্ত করার করার আগে এএসটিসির প্রাক্তন এমডি তিওয়ারিকে গ্রেফতার করার দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন তিনি।

বাজেট উচ্চাভিলাষী,লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ রাখা হয়নিঃ সিপিডির পর্যালোচনা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) শুক্রবার (২ জুন) বাংলাদেশের বাজেটপরবর্তী পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছে। পর্যালোচনায় সিপিডি বলেছে, প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি উভয় ব্যাপারে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংকটের আলোকে, সেগুলো অর্জনের জন্য কোনো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ রাখা হয়নি। সিপিডি বলেছে, বাজেট করজিডিপি অনুপাত বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করেছে, তবে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবসম্মত নয়, তাই ঘাটতি অর্থায়নের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত বাড়বে। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন গুলশানের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বাজেট পরবর্তী পর্যালোচনার নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, বাজেট এমন এক সময়ে পেশ করা হয়েছে, যখন বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন, ২০২৩২৪ অর্থবছরে ব্যক্তিগত ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশে অনুমান করা হয়েছিলো, যা ২০২২২৩ সালে ছিলো ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিলো ১১ দশমিক ৩ শতাংশ। একটি প্রশ্নের উত্তরে সিপিডি'র বিশিষ্ট ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ২০২৩২৪ সালে রাজস্ব আয় ২০২২২৩ অর্থবছরের প্রকৃত রাজস্ব অর্জনের তুলনায় প্রায় ৩৯ শতাংশ বাড়াতে হবে। যা 'একেবারে উচ্চাভিলাষী' বা বলা যায় অতিউচ্চাভিলাষী। একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে বাজেটের প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হয়েছে। ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বাজেটের আলোকে আর্থিক নীতি এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মতো একটি মুদ্রানীতির আশা করেছেন। সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বাজেটে কৌশলগতভাবে পুঁজিবাজার উন্নয়ন নীতিকে এড়িয়ে গেছে, যা এ ধরনের উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য খুবই প্রযোজনীয়। তিনি আরো বলেন, একটি বাস্তবসম্মত ও টেকসই পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা ছাড়া বিনিযোগের অর্থায়ন বাড়তে পারে না, সরকারি প্রণোদনা ভিত্তিক পুঁজিবাজার নতুন বিনিযোগে ভূমিকা রাখতে পারে না। সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, বহিরাগত অর্থ বকেয়া বা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিষয়ে বাজেটে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। সিপিডি প্রক্ষেপণএ বলা হয়েছে, ২০২৩২৪ অর্থবছরের বাজেটএ ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, যা বর্তমান বাজেট অর্জনের তুলনায় প্রায় ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা হবে। এ জন্য ১ দশমিক ৪২ লাখ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে।

শিক্ষা বিভাগের ১০৫ কোটি টাকার এসসিইআরটি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এবার গ্রেফতার তিনজন আরটিআই কর্মী

সাংবাদিক পূজা মনি দাসকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে তল্লাসি সিএম ভিজিলেন্সের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের ১০৫ কোটি টাকার এসসিইআরটি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে নিত্য নতুন গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন সংযোজন হিসেবে তিনজন আরটিআই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে সিএম ভিজিলেন্স সেল। তাছাড়া স্বঘোষিত সাংবাদিক পূজা মনি দাসকে সঙ্গে নিয়ে মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা মির্জা স্থিত তার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে চালানো তল্লাশির পর অবশেষে পূজা মনি দাসকে সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটি মহানগরের নিজস্ব কার্যালয়ে ফিরে আসে সিএম ভিজিলেন্স।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে এসসিইআরটি কেলেঙ্কারি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানিয়েছিলেন এই কেলেঙ্কারিতে আরো ১২ জন সাংবাদিক, আরটিআই কর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম রয়েছে। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুসারে এক এক করে কেলেঙ্কারিতে জড়িত ব্যক্তিদের ডেকে এনে জেরা করে গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে সিএম ভিজিলেন্স সেল। শুক্রবার এই এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অপরাধে আরটিআই কর্মী মনোজ দাস, বিদ্যুৎ কলিতা এবং কেশব গগৈকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে গ্রেপ্তারের পূর্বে দিনব্যাপী তাদের জেরা তথা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিএম ভিজিলেন্স। তবে নানাভাবে জেরা করার পর অবশেষে আরটিআই কর্মী প্রদীপ বড়ুয়াকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মহানগরে ট্রাঙ্কের ভিতরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনার নিত্য নতুন তথ্য, পলাতক স্বামীর আসল নামের খোলাস

পুলিশের তদন্ত অব্যাহত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি মহানগরের লালুং গাঁও এলাকার চাঞ্চল সৃষ্টিকারী ট্রাঙ্কের ভিতরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনার নিত্য নতুন তথ্য উন্মোচন হচ্ছে। অবশেষে মৃত মহিলার পলাতক স্বামীর আসল পরিচয় জানা গেছে। রাজু বৈশ্য নয় বরং পলাতক স্বামীর আসল নাম রাজ গোস্বামী বলে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া সঙ্গে নিয়ে যাওয়া পুত্রের নাম প্রসেনজিৎ গোস্বামী বলে এক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।

বর্তমান হাইটেক সমাজের হত্যাকাণ্ড গুলো নানা কায়দায় সংগঠিত হওয়া দেখা যাচ্ছে। কখনো মৃতদেহ কেটে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আবার কখনো মৃতদেহ বস্তায় ঢুকিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তবে অবশেষে ট্রাঙ্কের ভিতরে উদ্ধার হয়েছে বাসন্তী বৈশ্য নামের এক মহিলার মৃতদেহ। গতকাল উন্মোচিত হওয়া এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সেই মহিলার স্বামী পলাতক রয়েছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে স্বামীর রাজু বৈশ্য বলে প্রথমে জানা গেলেও এদিন স্বামীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এই ব্যক্তির নাম রাজ গোস্বামী বলে পুলিশ ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে। মূলত সেই বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর পুত্র সন্তান প্রসেনজিৎ গোস্বামীর জন্মের কুষ্টি পাওয়া গেছে। সেই কুস্টি অনুযায়ী সেই মহিলার স্বামী তথা এই পুত্র সন্তানের পিতা রাজ গোস্বামী বরাক উপত্যকার নিবাসী বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। এর কারণ কুষ্টিতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সেটা বরাক উপত্যকায় প্রস্তুত করা হয়েছিল বলে লেখা রয়েছে। তবে বরাক উপত্যকার কোথায় সেটা কুষ্টিতে উল্লেখ নেই বলে জানা গেছে। তবে পুলিশ সন্দেহযুক্ত হত্যাকারী রাজ গোস্বামী এর হদিস খুঁজে বের করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের লালুং গাঁও এলাকায় গত এক সপ্তাহ আগে ভাড়া বাড়িতে এসেছিলেন এক দম্পত্তি। রাজ গোস্বামী ওরফে রাজু বৈশ্য, তার দ্বিতীয় স্ত্রী বাসন্তী বৈশ্য এবং প্রথম স্ত্রীর পুত্র সন্তান। বাড়ির মালিকের কাছে কোনো ধরনের পরিচয় পত্র জমা দেয়নি এই ভাড়াটিয়া পরিবার। মালিক বিভিন্ন নথিপত্র জমা দেওয়ার কথা বলার পর সেই ব্যক্তি জানিয়েছিল যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তারা তেজপুর চলে যাবেন। ফলে অযথা এক সপ্তার জন্য নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রযোজন নেই। তবে সেই ব্যক্তি নিজে মালিগাঁও এর বাসিন্দা এবং তার স্ত্রীর বাবার বাড়ি কার্বি আংলং এই তথ্য বাড়ির মালিককে জানিয়েছিলেন পলাতক স্বামী। সে একটি ব্যক্তিগত কারখানায় গ্রিলের কাজ করছেন বলেও মালিকে মৌখিকভাবে জানানো হয়। কিন্তু প্রায় চার দিন আগে রাজু বৈশ্য ওরফে রাজ গোস্বামী তার বাড়ির মালিকের কাছে এসে এটা জানিয়েছিল যে তার স্ত্রী কোথাও চলে গেছে। ফলে নিজের স্ত্রীকে খুঁজে বের করার জন্য ভাড়া বাড়িতে তালা দিয়ে নিজের পুত্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন সেই ভাড়া বাড়ি থেকে চলে গেছেন রাজ গোস্বামী। এরপর সেই ব্যক্তি আর ফিরে আসেনি। এদিকে তিন চার দিন পর সেই বাঁশ বেড়ার ভাড়া বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার ফলে বাড়ির মালিক বাধ্য হয়ে তালা ভেঙে সেই ঘরে প্রবেশের পর আসল বিষয় জানতে পারেন। সেখানে পড়ে থাকা ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে দুটো পা এর কিছুটা অংশ বেরিয়ে থাকতে দেখা গেছে। বিষয়টিতে হত্যাকাণ্ডের আঁচ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন বাড়ির মালিক। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে সেই ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে জনৈকা বাসন্তী বৈশ্যের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার জন্য পাঠানোর পাশাপাশি কুকুর নিয়ে এসে পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে।

শুক্রবার এই ঘটনার ক্ষেত্রে ফের তদন্ত করেছে পুলিশ। বাড়ির মালিককে ফের একবার জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়াও আশেপাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলেছে। পুলিশের তল্লাশিতে অবশেষে পলাতক স্বামীর পুত্র সন্তান প্রসেনজিৎ গোস্বামীর জন্মের কুষ্টি পাওয়া গেছে। এটা ছাড়া সেই বাড়িতে অন্য কোন ধরনের তথ্য খুঁজে পাইনি পুলিশ। তবে এবার প্রসেনজিৎ গোস্বামীর জন্মের কুষ্টির মাধ্যমেই পুলিশ ঘটনার ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

সেনেগালে বিরোধী দলীয় নেতার কারাদণ্ডের পর সংঘর্ষে ৯ জন নিহত

সেনেগাল ঃ সেনেগালের বিরোধী দলীয় নেতা উসমান সোঙ্কোর সাজার পর বিক্ষোভ শুরু হলে বৃহস্পতিবার সংঘর্ষে নয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। সেনেগালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনি দিওম জাতীয় টেলিভিশনে বলেছেন, আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি সহিংসতার কারণে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে ডাকার ও জিগুইনচোরে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। সেনেগালের একটি আদালত বৃহস্পতিবার সোনকোকে ধর্ষণের অভিযোগে বেকসুর খালাস দিলেও তরুণদের দুর্নীতিগ্রস্ত করার দায়ে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।এবং আপাতত আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। পাস্তেফপ্যাট্রিয়টস পার্টির নেতা ৪৮ বছর বয়সী সোনকো বলেছেন, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণ ২০২১ সালে প্রথম এ ধরণের অভিযোগ করা হয়েছিল এবং বৃহস্পতিবার (তিনি)আদালতের শুনানিতে অংশ নেননি। তখন তার বিরুদ্ধে একটি ম্যাসাজ পার্লারের কর্মীকে ধর্ষণ এবং তাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। সোনকোর আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার আদালতের বাইরে সংবাদদাতাদের বলেন, ২০২৪ সালে বর্তমান প্রেসিডেংট ম্যাকি স্যালের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে এই সাজা দেয়া হয়েছে। সোনকো এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। সোনকো বর্তমান প্রেসডেংটের একজন স্পষ্টবাদী সমালোচক এবং আসন্ন নির্বাচনে তাকে সলের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ব্যাপকভাবে দেখা হয়। সেনেগালের তরুণদের কাছে জনপ্রিয় সোনকো এই সপ্তাহের শুরুতে তার বিরুদ্ধে আনা মামলার প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন। এএফপির খবরে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাজধানী ডাকারের রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। ফরাসি সংবাদ মাধ্যমটি আরও জানিয়েছে যে নিরাপত্তা বাহিনী সোনকোর বাসভবনের কাছে সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। সংবাদ সংস্থাটি তাদের ওয়েবসাইটে এক রিপোর্টার ও ক্যামেরা ক্রুকে ঘন গ্যাসের ভেতর দিয়ে পালানোর ভিডিও প্রকাশ করেছে। সোনকোর বিরুদ্ধে মামলাটি পশ্চিম আফ্রিকার সাধারণত স্থিতিশীল এই দেশটিতে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে। গত সপ্তাহে সোনকোর নেতৃত্বাধীন একটি ফ্রিডম ক্যারাভেন দক্ষিণ সেনেগালে তার নিজ শহর থেকে রাজধানীর পথে রওনা হলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়।

ইনিংস ব্যবধানে হারেনি আইরিশরা

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ইংল্যান্ডের জয় অনেকটা নিশ্চিতই ছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন তৃতীয় দিনে বেন স্টোকসের দল জিতবে ইনিংস ব্যবধানেই। তবে চার দিনের এই টেস্ট ইংল্যান্ড জিতেছে ঠিকই, কিন্তু ইনিংস ব্যবধানে নয়। লর্ডসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে ইংল্যান্ডের জয় ১০ উইকেটে।

৩৫২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা আইরিশরা ৩৬২ রান তুলে ইংলিশদের ১১ রানের লক্ষ্য দিতে পারে। লক্ষ্যটা ৪ বলেই ছুঁয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। ৩টি চার মেরে দলকে জিতিয়ে দেন জ্যাক ক্রলি। এই নিয়ে 'বাজবল' খেলে ১৩ টেস্টের ১১টিতেই জিতল ইংল্যান্ড।

দুজনে গড়েছেন ২৫২ রানের জুটি

ইনিংস হার এড়ানো আয়ারল্যান্ডও দারুণ লড়াই করেছে। এই লড়াইয়ে আইরিশদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ও মার্ক অ্যাডাইর। ১৬২ রানে ৬ উইকেট হারানো আইরিশদের মান বাঁচান এই দুই ব্যাটসম্যান। দুজনে গড়েন ১৬৩ রানের জুটি, সেটিও সেই বাজবলের ঢংয়ে১৬৫ বলে। ম্যাকব্রাইন ও অ্যাডাইরদুজনের সামনেই ছিল লর্ডসে সেঞ্চুরি করার সুযোগ।

তবে দলীয় ৩২৫ রানে ম্যাথু পটসের বলে সেঞ্চুরির ১২ রান আগে ফিরতে হয়েছে অ্যাডাইরকে। ৭৬ বলে ৮৮ রানের ইনিংস খেলে ইংলিশ বোলারদের ভালোই ভুগিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ম্যাকব্রাইন অপরাজিত ছিলেন ৮৬ রানে, সঙ্গীর অভাবে লর্ডসের আকাঙ্ক্ষিত সেঞ্চুরিটা পাননি এই অলরাউন্ডার। চোটের কারণে ১২ রানে রিটায়ার্ড হার্ট হওয়া ওপেনার জেমস ম্যাককলাম আর নামতে পারেননি। তিনি নামতে পারলেও হয়তো সেঞ্চুরির আক্ষেপ মিটত ম্যাকব্রাইনের।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২১৫ রান করেন উইলিয়ামসন ২৫৫ রান, হাতে ৭ উইকেট ইনিংস ব্যবধানে হার এড়াতে এই সমীকরণ নিয়ে মাঠে নামেন আইরিশ ব্যাটসম্যানরা। ৩ উইকেটে ৯৭ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামা আয়ারল্যান্ড এদিন শুরুতেই হারায় লরকান টাকারকে। এরপর ক্রিজে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেননি হ্যারি টেক্টর , কার্টিস ক্যাম্ফারও। তবে এরপরই দুর্দান্ত জুটি গড়েন ম্যাকব্রাইন ও অ্যাডাইর। অন্যদিকে বল হাতে প্রথম পরীক্ষাটায় বেশ ভালোভাবেই উতরে গেছেন ইংলিশ পেসার জশ টাং।

লর্ডসে অভিষেক টেস্টেই নিয়েছেন ৫ উইকেট। সুযোগ পেয়েছেন অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টের দলেও।এর আগে প্রথম ইনিংসে আয়ারল্যান্ডকে ১৭২ রানে গুটিয়ে দিয়ে পোপ, বেন ডাকেটদের ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ড গড়ে রানের পাহাড়। পোপের ডাবল সেঞ্চুরি আর বেন ডাকেটের বড় সেঞ্চুরিতে ৪ উইকেট ৫২৪ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেন বেন স্টোকস।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আয়ারল্যান্ড ঃ ১৭২ ও ৮৬.২ ওভারে ৩৬২ (অ্যাডাইর ৮৮, ম্যাকব্রাইন ৮৬ টাং ৫/৬৬)।

ইংল্যান্ড ঃ ৫২৪ /৪ ডি. ও ১২ /০ (ক্রলি ১২)।

ফল ঃ ইংল্যান্ড ১০ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ ঃ ওলি পোপ।

অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টের ইংল্যান্ড দলে জশ টাংসহ ৭ পেসার

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) প্রথম পরীক্ষাটায় বেশ ভালোভাবেই উতরে গেলেন ইংলিশ পেসার জশ টাং। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক হওয়া এই পেসার এরই মধ্যে নিজের জাত চিনিয়েছেন। টেস্টের প্রথম ইনিংস কোনো উইকেট না পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে এরই মধ্যে ৪ উইকেট নিয়েছেন টাং। এর পুরস্কার হিসেবে অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টের দলে জায়গাও মিলেছে এই পেসারের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দেওয়া ১৬ জনের দলই থাকছে অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে না থাকলেও অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দিয়েই ফিরতে পারেন জেমস অ্যান্ডারসন ও ওলি রবিনসন। দুজনেই চোট থেকে দ্রুতই সেরে উঠছেন। ফিরতে পারেন মার্ক উডও, পরিবারকে সময় দিতে যিনি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলছেন না। দলে আছেন অলরাউন্ডার ক্রিস ওকসও। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের ঘোষিত এই স্কোয়াডে পেসার আছেন সাতজন। যদিও অধিনায়ক স্টোকস বল করার মতো ফিট কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। অ্যাশেজের প্রস্তুতিটাও স্টোকসের দলের দারুণ হচ্ছে। আয়ারল্যান্ডকে ১৭২ রানে গুটিয়ে দিয়ে পোপ, বেন ডাকেটদের ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ড গড়ে রানের পাহাড়। পোপের ডাবল সেঞ্চুরি আর বেন ডাকেটের বড় সেঞ্চুরিতে ৪ উইকেট ৫২৪ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেন বেন স্টোকস। তাতে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড এগিয়ে যায় ৩৫২ রানে। জবাবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ ৬ উইকেটে ২৬৩ রান। ইনিংস পরাজয় এড়াতে আয়ারল্যান্ডের প্রয়োজন আরও ৮৯ রান। ইংল্যান্ডের ঘরের মাঠে এবারের অ্যাশেজ শুরু ১৬ জুন। ১৩ জুন অ্যাশেজের অনুশীলন শুরু করবে ইংল্যান্ড। বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমস অ্যান্ডারসন, জনি বেয়ারস্টো, স্টুয়ার্ট ব্রড, হ্যারি ব্রুক, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ড্যান লরেন্স, জ্যাক লিচ, ওলি পোপ, ম্যাথু পটস, ওলি রবিনসন, জো রুট, জশ টাং, ক্রিস ওকস, মার্ক উড।

বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের ওপর নাখোশ পাকিস্তান

নয়া দিল্লি ঃ এশিয়া কাপ আয়োজনে পাকিস্তানের পাশাপাশি অন্য একটি দেশে ম্যাচ রেখে 'হাইব্রিড মডেল' প্রস্তাব করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আশা ছিল, পাকিস্তানে যেতে হবে না বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই প্রস্তাবে রাজি হবে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডও বিসিসিআইকে রাজি করাতে ভূমিকা রাখবে। কিন্তু পিসিবি প্রস্তাবিত হাইব্রিড মডেলে রাজি হয়নি বিসিসিআই। এর ফলে বিসিসিআই তো বটেই, অন্য বোর্ডগুলোর ওপরও অসন্তুষ্ট পিসিবি। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি খবর দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের একটি সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এমনটাই জানিয়েছে।

পিসিবি চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি এশিয়া কাপের বিষয়ে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ওপর অখুশি বলে জানিয়েছে ওই সূত্র। এনডিটিভি লিখেছে, পিসিবির একটি সূত্র পিটিআইকে বলেছে, 'শেঠি আশা করেছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান পিসিবির দেওয়া প্রস্তাবের বিষয়ে ভারত ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল বোর্ড সদস্যদের রাজি করাবে। কিন্তু গত কয়েক দিনে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে তিনি হতাশ। বিশেষ করে এই বোর্ডগুলোর কয়েকটির প্রধান যখন আইপিএল ফাইনাল দেখতে ভারতে গিয়েছিলেন এবং বিসিসিআই সচিব জয় শাহর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।'

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্রটি বলছে, পিসিবিপ্রধান শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড এসএলসির ভূমিকায় অসন্তুষ্ট। ২০২৩ এশিয়া কাপের আয়োজক হিসেবে পাকিস্তানের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাতে ম্যাচ আয়োজন করতে চায় পিসিবি। কিন্তু ভারত চায়, একটি নিরপেক্ষ দেশে পুরো টুর্নামেন্ট হোক, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কায়। গত সপ্তাহে এসএলসির এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে জানান, তাঁরা অল্প সময়ের নোটিশে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে প্রস্তুত। আগবাড়িয়ে শ্রীলঙ্কার এশিয়া কাপ আয়োজনের আগ্রহ দেখানোটা ভালো লাগেনি পিসিবির।

এর জেরে শ্রীলঙ্কায় ওয়ানডে সিরিজ খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। আগামী মাসে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে শ্রীলঙ্কায় দুটি টেস্ট খেলতে যাওয়ার কথা পাকিস্তানের। সফরে কয়েকটি ওয়ানডে খেলার প্রস্তাবও দিয়েছিল এসএলসি। প্রস্তাবটি তখন বিবেচনা করার কথা বললেও নতুন বাস্তবতায় পাকিস্তান অবস্থান পাল্টেছে।

এ বিষয়ে পিসিবি সূত্রের মন্তব্য, 'পিসিবি আর এসএলসির সম্পর্ক যে অস্বাভাবিক দিকে যাচ্ছে, তার একটি উদাহরণ হচ্ছে লঙ্কান বোর্ডের কয়েকটি ওয়ানডে খেলার প্রস্তাবে পাকিস্তানের না বলা। এটা পরিষ্কার যে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে শ্রীলঙ্কার এগিয়ে আসায় খুশি নয় পিসিবি।'

ওয়ানডে সংস্করণের এশিয়া কাপ ১ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর হওয়ার কথা।

মরিনিও কি কখনো নিজেকে শোধরাবেন না

প্যারিস ঃ উয়েফা আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এএস রোমার শিরোপার আক্ষেপ ছিল চিরকালের। জোসে মরিনিও এসেই রোমার সেই আক্ষেপ ঘোচান। ইতালিয়ান ক্লাবটিকে এনে দেন কনফারেন্স লিগ শিরোপা। 'ওয়ান ব্রিংস অ্যানাদার' কথাটার সার্থকতা প্রায় পূরণ হয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু বুদাপেস্টে বুধবার রাতে ইউরোপা লিগের ফাইনালে টাইব্রেকারে সেভিয়ার কাছে হেরে যায় রোমা। নিজেদের 'সম্পত্তি' বানিয়ে ফেলা ট্রফিটা পুনরুদ্ধার করে সেভিয়া। তাতে ইউরোপীয় ফাইনালে মরিনিওর শতভাগ সাফল্যের রেকর্ড শেষ হয়ে যায়। রানার্সআপের পদকটা নিলেও তাই নিজের কাছে রাখেননি পর্তুগিজ কোচ। দিয়েছেন এক খুদে ভক্তকে। পদক নিজের কাছে না রাখা নিয়ে বলেছেন, 'হ্যাঁ, এটাই আমি করেছি। রুপার (রানার্সআপ) পদকের প্রয়োজন নেই আমার। এটি আমি চাই না। এ জন্য দিয়ে দিয়েছি।'

বোঝাই যাচ্ছে, ফল ছাপিয়ে ম্যাচটা আলোচনায় এসেছে মরিনিওর কারণেই। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ১-১ গোলে সমতায় থাকা ম্যাচে আর্জেন্টাইন তারকা পাওলো দিবালার গোলে এগিয়ে যায় রোমা। দ্বিতীয়ার্ধে জিয়ানলুকা মানচিনির আত্মঘাতী গোলে সমতা আনে সেভিয়া। স্প্যানিশ ক্লাবটি পরে পেনাল্টি শুটআউটে জেতে ৪-১ ব্যবধানে।

ইউরোপীয় ফাইনালে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়ার পর রেফারির দিকে আঙুল তুলতে দেরি করেননি মরিনিও। দ্বিতীয়ার্ধে সেভিয়ার পেনাল্টি বক্সে দলের এক ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগলেও ইংলিশ রেফারি অ্যান্থনি টেইলর কেন পেনাল্টি দেননি, তা নিয়ে ক্ষোভ ঝাড়েন মরিনিও। এতে দেখেন হলুদ কার্ড। শুধু তাই নয়, স্টেডিয়ামের পার্কিং লটেও টেইলরের ওপর চড়াও হন রোমা কোচ। মরিনিওর 'উসকানি' পেয়ে রোমা সমর্থকেরা তো বিমানবন্দরে টেইলর ও তাঁর পরিবারকে আক্রমণও করেন। এই যে নিজের আচরণ দিয়ে রেফারি টেইলর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে রোমা সমর্থকদের উসকে দেওয়া, এর দায় কি মরিনিও এড়াতে পারেন? উগ্র কোনো সমর্থক যদি এখন টেইলর কিংবা তাঁর পরিবারের সঙ্গে সহিংস কিছু করে বসেন, সেটার দায় কি মরিনিওর ওপরেও বর্তাবে না?

অবশ্য রেফারি টেইলরের উদ্দেশে অপমানজনক বা অশালীন ভাষা ব্যবহার করার দায়ে এরই মধ্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে মরিনিওকে। তবে এটা তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়। বিতর্ক তৈরি করা তাঁর অভ্যাস।

এফসি পোর্তো ও ইন্টার মিলানকে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানো, চেলসিকে

তিনবার প্রিমিয়ার লিগ জেতানো, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আট বছরের ইউরোপীয় শিরোপার অপেক্ষা ফুরানো কিংবা রোমাকে প্রথম ইউরোপীয় ট্রফির স্বাদ পাইয়ে দেওয়ানিজেকে আক্ষরিক অর্থেই 'স্পেশাল ওয়ান' প্রমাণ করেছেন। কিন্তু একটু উনিশ-বিশ হলেই কিংবা সিদ্ধান্ত তাঁর দলের পক্ষে না গেলেই ম্যাচ পরিচালনাকারীদের সঙ্গে লেগে যাওয়ার স্বভাব আগেও ছিল, এখনো আছে মরিনিওর। বরং 'বুড়ো' বয়সে সেটা বেড়ে গেছে। নয়তো কী আর এ মৌসুমে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ ঘরোয়া লিগের কোচদের মধ্যে সর্বোচ্চ তিনবার লাল কার্ড দেখেন!

মরিনিওর কোচিং ইতিহাস বলছে, তিনি যে ক্লাবেই গেছেন, সেখানেই কোনো না কোনো বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। বারবার সতর্ক করা হলেও তিনি কখনো পাত্তা দেন না। কয়েক ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার শাস্তি পেলে বা জরিমানা গুনলেও নিজেকে শোধরান না। ছোট ক্লাবের অখ্যাত কোচরা এমন আচরণ করলে হয়তো আজীবন নিষিদ্ধ হতেন কিংবা দীর্ঘদিন তাঁকে ফুটবল থেকে নির্বাসনে পাঠানো হতো। কিন্তু 'হাই প্রোফাইল' কোচ বলেই বোধ হয় বারবার পার পেয়ে যান মরিনিও।

ক্যাম্প ন্যুতে ২০০৫ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে মুখোমুখি হয় বার্সেলোনা-চেলসি। সে সময় চেলসির কোচ ছিলেন মরিনিও। প্রথমার্ধ শেষে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল তাঁর দল। তবে ম্যাচ শেষে রেফারি আন্দ্রেস ফ্রিস্ক ও বার্সা কোচ ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডের বিপক্ষে ফিফার নিয়মভঙ্গের অভিযোগ আনেন মরিনিও। তাঁর দাবি ছিল, বিরতির সময় তিনি রাইকার্ডকে ফ্রিস্কের ড্রেসিংরুমে ঢুকতে দেখেছেন। চেলসি স্ট্রাইকার দিদিয়ের দ্রগবাকে লাল কার্ড দেখাতে সুইডিশ রেফারিকে উৎসাহিত করেন রাইকার্ড। রেফারি দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দ্রগবাকে লাল কার্ড দেখান। ১০ জনের চেলসি শেষ পর্যন্ত হেরেছে যায় ২-১ ব্যবধানে। তবে বিরতির সময় ড্রেসিংরুমে ফ্রিস্ক ও রাইকার্ডের কথোপকথনের প্রমাণ না মেলায় মরিনিওকে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করে উয়েফা। একই সঙ্গে চেলসিকে জরিমানা করা হয়। চেলসির উগ্র সমর্থকেরা তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে রেফারি ফ্রিস্ক ও তাঁর পরিবারকে হত্যার হুমকি দিতে থাকেন। প্রাণভয়ে মাত্র ৪২ বছর বয়সেই অবসরে যান রেফারি ফ্রিস্ক।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২০১১ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে মুখোমুখি হয় রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা। সে সময় রিয়ালের কোচ ছিলেন মরিনিও। ম্যাচের ৬১ মিনিটে বার্সার দানি আলভেজকে বাজেভাবে ফাউল করলে রিয়ালের পেপেকে লাল কার্ড দেখান জার্মান রেফারি ভলফগাং স্টার্ক। এ নিয়ে প্রতিবাদ জানান মরিনিও। উয়েফা ও ম্যাচ পরিচালনাকারীদের গালি দিতে থাকেন এই পর্তুগিজ কোচ। ফলে লাল কার্ড দেখতে হয় তাঁকেও। ১০ জনের রিয়ালকে নিয়ে এরপর ছেলেখেলায় মেতে ওঠেন লিওনেল মেসি। জোড়া গোল করে জেতান বার্সাকে। ওই বছর পরে শিরোপাও জেতে বার্সা। পেদ্রো লিওনকে সে সময় স্পেনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উইঙ্গার ভাবা হতো। হেতাফের হয়ে আগের মৌসুমে দারুণ খেলে বড় ক্লাবগুলোর নজরে আসেন লিওন। ২০১০ সালে তাঁকে কিনে নেয় রিয়াল। তবে লেভান্তের বিপক্ষে শুধু দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় মরিনিও তাঁকে 'একঘরে' করে ফেলেন। মরিনিওর বাতিলের খাতাতেও উঠে যায় তাঁর নাম। বেচারা লিওন বাধ্য হয়ে ফিরে যান হেতাফেতে। এখনো খেলা চালিয়ে গেলেও তাঁর সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার আসলে সেখানেই শেষ করে দেন মরিনিও। ২০১১ স্প্যানিশ সুপার কাপে মুখোমুখি হয় রিয়াল-বার্সা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের ম্যাচটি ফুটবলপ্রেমীরা আলাদাভাবে মনে রেখেছেন। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম লেগ ২-২ সমতায় শেষ হয়। ক্যাম্প ন্যুতে ফিরতি লেগে ৩-২ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বার্সা। কিন্তু দুই দলের খেলোয়াড় আর কোচদের হাতাহাতিতে যুদ্ধংদেহী ম্যাচে পরিণত হয় স্প্যানিশ সুপার কাপ। সে সময় বার্সায় পেপ গার্দিওলার সহকারী ছিলেন প্রয়াত তিতো ভিলানোভা। তাঁর চোখে (অক্ষিগোলকে) গুঁতা মারেন মরিনিও। ভিলানোভাও মরিনিওকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন। এ ঘটনায় দুজনকেই নিষিদ্ধ করে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। যদিও পরবর্তী সময়ে নিজের দোষ স্বীকার করেন মরিনিও। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্‌মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে গিয়ে ফক্স স্পোর্টসকে বলেন, 'সেদিন আমিই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছি। এ ধরনের আচরণ করা উচিত হয়নি।'

সংক্ষিপ্ত ››

যে প্রযুক্তির মাধ্যমে শস্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কৃষকরা লাভবান হবে

তাঞ্জানিয়া ঃ আমরা বছরে দুই মওসুমে চাষাবাদ করতাম। এমনকি এই মুহূর্তে যথেষ্ট বৃষ্টিও হচ্ছে না, যা সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে, বলেন এমিলিয়া লেমন্ড। তাঞ্জানিয়ার ভিয়াঞ্জি গ্রামের একজন কৃষক তিনি। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন স্থানীয় শস্য এবং গরুছাগলের মতো গবাদিপশুর ওপর অনাবৃষ্টির কী ধরনের প্রভাব পড়ে। এর ফলে জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের মতো লোকজনদের যারা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাঞ্জানিয়ায় লেমন্ডের মতো প্রায় ৮০ কৃষকের আরো একটি সমস্যা আছে, আর সেটি হচ্ছে বিদ্যুতের সঙ্কট। খরার মওসুমে এই সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। কারণ আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থার ২০২০ সালের তথ্য অনুসারে দেশটির ৪০ বিদ্যুৎ আসে জলবিদ্যুতের উৎস থেকে। তাঞ্জানিয়ায় প্রচুর সূর্যের আলো পাওয়া যায়। একারণে সৌর বিদ্যুৎ হতে পারে একটি নির্ভরযোগ্য উৎস। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। এছাড়াও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে জন্য প্রয়োজনীয় প্যানেল চাষযোগ্য মূল্যবান জমি দখল করে নিতে পারে। এই সমস্যার একটি সমাধান এগ্রিভল্টাইক্স প্রযুক্তি যা লেমন্ডের মতো কৃষকদের জন্য উপকারী হতে পারে। এই পদ্ধতিতে একই জমির উপরে সোলার প্যানেল বসিয়ে সেখানে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষিকাজ করা সম্ভব। এগ্রিভল্টাইক্স পদ্ধতিতে কয়েক মিটার উঁচুতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়। এর ফলে নিচের জমিতে কৃষিকাজ করা যায়। শুধু তাই নয় এই পদ্ধতিতে বৃষ্টির পানিও সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বিশেষ করে শুষ্ক মওসুমের সময় এই পদ্ধতি অনেক বেশি উপকারী - যখন নদী নালা ও কূপ থেকে পানি তুলে জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য যন্ত্রপাতি ও প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। অনেক কৃষকের জন্য এটা মারাত্মক সমস্যা কারণ তাদের কাছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ নেই, বলেন হামাদ এমকোপি। তিনি তাঞ্জানিয়ার গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন। এমকোপির মতো লোকেরা যারা জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ নিতে পারেন তাদের জন্যও বিদ্যুতের বিল আরেকটি বড় সমস্যা। বিদ্যুতের মূল্য কৃষকের আওতার মধ্যে নেই। আমাদের জন্য এটা একটা বোঝা। এবং এ কারণে ফসল উৎপাদনের খরচও অনেক বেড়ে গেছে। এমকোপি যেসব ফল উৎপাদন করেন সেগুলো শুকানোর জন্য তিনি সোলার প্যানেল বসাতে চান। এর ফলে উৎপাদিত ফলমূল তিনি দীর্ঘ সময় ধরে রেখে দিতে পারবেন, অপচয় কম হবে এবং একই সাথে এসব ফল তিনি পরে ভাল দামে বিক্রি করতে পারবেন। তবে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেশি জায়গার দরকার হয়। ব্রুকলিন ইন্সটিটিউশনের রিপোর্ট অনুসারে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক কেন্দ্রের যতোটুকু জায়গার প্রয়োজন হয়, প্রচলিত সৌর বিদ্যুৎ পদ্ধতির জন্য তারা চেয়েও অন্তত ১০ গুণ বেশি জায়গার দরকার হয়। এর ফলে কৃষিকাজের জমি কমে যায় এবং কৃষকরাও সৌরবিদ্যুতের ব্যাপারে আগ্রহী হয় না। আমাদের এমন বিদ্যুৎ প্রয়োজন যা কম কার্বন তৈরি করবে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের জমিও প্রয়োজন... ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়া একটি বড় সমস্যা, বলেন ড. র‍্যান্ডেলবগিস যিনি শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী গবেষক। বর্তমানে তিনি তাঞ্জানিয়াতে এগ্রিভল্টাইক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন। এই পদ্ধতিতে জমির অনেক উপরে প্যানেল বসানোর কারণে একইসাথে বিদ্যুৎ ও কৃষি উৎপাদন দুটোই করা সম্ভব হয়। এর ফলে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতির ব্যাপারে কৃষকদের আপত্তি কম। ভিয়াঞ্জির মতো গ্রামের লোকজন আগের তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ পাওয়ার কারণে তাদের স্বাস্থ্যগত উন্নতিও চোখে পড়ছে। কারণ তাঞ্জানিয়ার মতো দেশে বেশিরভাগ মানুষ রান্নাবান্না ও হিটিংএর জন্য কাঠ ও কাঠকয়লা ব্যবহার করে থাকে।

এআই কি একদিন মানুষকেও ছাড়িয়ে যাবে?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ এই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে মূলত চ্যাটজিপিটি নামের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাজারে আসার পর। ভাষাভিত্তিক এই চ্যাটবট তার তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণ করে প্রায় সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারে।

চ্যাটজিপিটি রচনা লিখতে পারে, চাকরির বা ছুটির আবেদন, যেকোনো রিপোর্ট তৈরি করতে পারে, এমনকি গান ও কবিতাও লিখতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ক্ষমতা দেখে সারা বিশ্বের প্রযুক্তি বিষয়ক নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং নির্বাহীরা নড়ে চড়ে বসেন। এক হাজারের মতো ব্যক্তি এক খোলা চিঠিতে এই প্রযুক্তির ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, গবেষণায় এখনই রাশ টেনে না ধরলে সমাজ ও মানবজাতি বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়বে।

কেন এই ভীতি?

আয়ারল্যান্ডের একজন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ নাসিম মাহমুদ, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড হেলথগ্রুপের একজন প্রকৌশলী এবং এই প্রতিষ্ঠানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করছেন, তিনি বলছেন এই ভয় অনেকটাই মানসিক।

এটা হচ্ছে অজানাকে ভয় পাওয়ার মতো ভয়, বলেন তিনি।

নাসিম মাহমুদ বলছেন, ধরা যাক আমরা একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দায়িত্ব দিলাম প্রেসক্রিপশন লিখে দেওয়ার জন্য। সে লিখেও দিল। তার এই লেখা পর্যন্ত আমরা অনেকভাবে পরীক্ষা করে নিলাম। এর ভালো দিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় যা আমাদের বর্তমান সময়ের এথিকসের সাথে সংঘাতপূর্ণ, তখন কী হবে!

এই ভুল তো মানুষও করেছে। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে আমরা এই জায়গাতে দেখতে চাই না, বলেন তিনি।

চ্যাটজিপিটির মতো জেনারেটিভ এআই নিয়ে উদ্বেগ ঠিক এই কারণেই। এই এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সুলিখিত উত্তর তৈরি করা সম্ভব। এর ফলে একজন ছাত্রকে সুশিক্ষিত করে তোলার যে মূল লক্ষ্য সেটা ব্যাহত হতে পারে।

হঠাৎ কেন আলোচনা?

প্রযুক্তিবিদরা বলছেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। এর গাণিতিক তত্ত্ব অনেক আগে আবিষ্কার হলেও, এই বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের জন্য ম্যাথম্যাটিক্যাল মডেলের অভাব ছিল।

কিন্তু গত কয়েক বছরে কম্পিউটিং পাওয়ার বৃদ্ধির পাশাপাশি, এই প্রযুক্তি সহজলভ্য হয়ে ওঠার কারণে এই খাতের নেতারা এর নেতিবাচক দিক নিয়েও সতর্ক থাকতে চাইছেন।

ঢাকায় একজন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপন বলছেন, প্রত্যেক দশ বছরে কম্পিউটিংএর ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাচ্ছে। যেহেতু এই প্রযুক্তি মানুষ সম্পর্কে অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছে, এবং সেসব তথ্য মানুষের চেয়েও দ্রুত গতিতে প্রসেস করতে পারছে, তার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের ওপরে এর প্রভাব পড়ছে। প্রযুক্তির এই অগ্রগতি তো মানুষের জন্য সুখবর। তাহলে এ নিয়ে এতো উদ্বেগ কেন?

একটা কারণ হচ্ছে মানুষের যেসব কাজ তার একটা বড় অংশ আগামীতে মেশিনের হাতে চলে যাবে। অনেক জায়গাতে সেটা হয়েও গেছে। ফলে একটা হচ্ছে কাজ হারানোর ভয়। আরেকটা ভয় হচ্ছে এই প্রযুক্তির অপব্যবহারের আশঙ্কা, বলেন মি. স্বপন।

তিনি বলছেন এধরনের ভয়ের মধ্যে রয়েছে ফেক নিউজ, ফেক ইভেন্ট, এমনকি ফেক রিলেশনশিপ।

আরো যে বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠতে পারে সেটা হচ্ছে বৈষম্য। আমরা একসময় বলতাম ডিজিটাল ডিভাইড। যার কাছে প্রযুক্তি আছে এবং যার কাছে প্রযুক্তি নেই তাদের মধ্যকার এই গ্যাপ নিয়ে আমরা কয়েক দশক ধরেই সোচ্চার ছিলাম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে এবং দেশে দেশে এই বিভাজন এখন আরো বেড়ে যাবে, বলেন তিনি।

এআই বিপ্লব

সাম্প্রতিককালে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জগতে বড় ধরনের বিপ্লব ঘটে গেছে। অনেক কাজই এখন একটি যন্ত্র মানুষে চেয়েও দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে করে দিতে পারে।

হঠাৎ করেই এই অগ্রগতির কারণ কী? কিভাবে এটি সম্ভব হলো?

যুক্তরাষ্ট্রে গুগলের একজন টেকনিক্যাল ম্যানেজার তানজিম আহসান বলছেন সুপার কম্পিউটিং পাওয়ারের কারণে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

এআই জগতে গডফাদারদের একজন জেফ্রি হিন্টন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে যেসব উন্নতি হচ্ছে - তার বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন

গত কয়েক বছরে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আগে কোনো কোম্পানি যদি ইন্টেল সিপিও বানাতো ওরাই শুধু জানতো এটা কিভাবে বানাতে হয়। এটা ছিল বিশেষ একটা জ্ঞান। কিন্তু এখন এই সেমিকন্ডাক্টর একটা পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা যেমন যে কোনো জায়গা থেকে একটা পেরেক কিনতে পারি, এখন সেমিকন্ডাক্টরের বিষয়টাও সেরকম হয়ে গেছে, বলেন তিনি।

এই শিল্পের এধরনের বিস্ফোরণের ফলে যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকে এটা কিনে একটা প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে সেটার ওপর যেকোনো ধরনের মডেলিং ও টেস্টিং করতে পারে। অ্যামাজন, গুগল এবং মাইক্রোসফট এই তিনটি বড় কোম্পানি ক্লাউড সার্ভিস তৈরি করার কারণে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে একটা মুদির দোকানও সেটা ব্যবহার করতে পারে যা তার জন্য আগে অনেক ব্যয়বহুল ছিল। কিন্তু এখন এই সুপার কম্পিউটিং পাওয়ারের কারণে যে কেউই এসব কাজ করতে পারছে। এর ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গণতন্ত্রায়নও হয়েছে, বলেন মি. আহসান।

এক সময় ধারণা করা হতো একই ধরনের যেসব কাজ বারবার করতে হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পক্ষে শুধু সেসব কাজই করা সম্ভব। এই প্রযুক্তি মানুষের করে দেওয়া প্রোগ্রামের বাইরে যেতে পারবে না। কিন্তু চ্যাটজিপিটির মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এখন অনেক কিছুই করা সম্ভব যা মানুষ ভাবতেও পারেনি।

চ্যাটজিপিটির সাথে রসিকতা করলে সে বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, ব্যবহারের সাথে সাথে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নতুন নতুন জিনিস শিখতেও পারে এবং এর মধ্য দিয়ে সে নিজেকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের চেয়েও সৃজনশীল?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগতে যাকে 'গডফাদার'দের একজন বলে মনে করা হয় সেই জেফ্রি হিন্টন সম্প্রতি গুগল থেকে ইস্তফা দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে আর কিছুকাল পরই চ্যাটবটরা মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান হয়ে যেতে পারে। তাহলে কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একসময় মানুষের মতো সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে?

গুগলেরই টেকনিক্যাল ম্যানেজার তানজিম আহসান বলছেন, কম্পিউটার তো অনেকের মানুষের চেয়ে আজকের দিনেই বেশি বুদ্ধিমান।

সৃষ্টিশীলতার তো বিভিন্ন ধরনের মাত্রা আছে। আপনি আমি আমরা সবাই কিছুটা হলেও সৃষ্টিশীল। আমাকে বললে চার লাইনের একটা কবিতা হয়তো লিখে ফেলতে পারবো। কিন্তু সেটা কি খুব ভালো হবে? নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু চ্যাটজিপিটির মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন কবিতাও লিখতে পারছে। কিভাবে সেটা করছে?

মি. আহসান বলেন, ওকে যদি বলেন রবীন্দ্রনাথের মতো করে একটা কবিতা লিখে দাও, সে কী করবে? সে রবীন্দ্রনাথের সব কবিতা পড়েছে, কবিগুরুর শব্দচয়নের যে প্রক্রিয়া তার একটা গাণিতিক মডেলও সে তৈরি করেছে। ও জানে যে যদি 'রবি' শব্দটা আসে তাহলে এর পরের শব্দটা হতে পারে 'কর' অর্থাৎ 'রবির কর'। এভাবেই সে সৃজনশীলতার কাজ করে। এবং এই কাজটা কতোটা সৃষ্টিশীল হলো তার বিচার তো এখন আমাদের কাছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই প্রযুক্তি কি আগামীতে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারবে?

আমি মনে করি হয়ে উঠতে পারে। কারণ মানুষও তো ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান হয়েছে। মানুষ যখন গুহায় বসে বসে ছবি আঁকতো তখন কিন্তু সে দ্বিমাত্রিক ছবি আঁকতো। তার আঁকার ক্ষমতা অনেক সীমিত ছিল। মিশরীয় ছবিগুলোতে দেখবেন সবগুলো মানুষ একদিকে কাত হয়ে তাকিয়ে আছে, চোখের দিকে তাকিয়ে নেই। থ্রি ডাইমেনশন বুঝতে মানুষের হাজার হাজার বছর লেগেছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও এভাবে ধীরে ধীরে এগুতে থাকবে, বলেন মি. আহসান।

তিনি বলছেন এই শেখার ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে যন্ত্র অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে। কোনো একটি কাজ মূল্যায়নের পরে সেটি শিখতে মানুষের যেখানে হাজার হাজার বছর লেগেছে, কম্পিউটার ঠিক সেই কাজটাই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শিখে ফেলতে পারে।

আয়ারল্যান্ডের তথ্যপ্রযুক্তিবিদ নাসিম মাহমুদও মনে করেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একসময় মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান না হলেও, সে যে ক্ষমতাশীল হয়ে উঠবে এনিয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।

একজন চিকিৎসক অভিজ্ঞতার আলোকে তার বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা যদি এমন একটা বুদ্ধিমত্তা তৈরি করি যা ওই চিকিৎসকের মতোই বুঝতে পারে, এবং রোগীর জন্য একটা ওষুধ লিখে দিতে পারে তাহলে কী হবে?

একজন চিকিৎসকের পক্ষে আপনার জীবনের তাবৎ ইতিহাস এক বসায় ১৫২০ মিনিটের মধ্যে দেখে, আপনার সেই ইতিহাস আরো হাজার হাজার মানুষের ইতিহাসের সাথে তুলনা করে সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে লাখ লাখ মানুষের তথ্য দেখে রোগীর ব্যাপারে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব, বলেন মি. মাহমুদ।

এআইএর বিপদ

জেফ্রি হিন্টন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে যেসব উন্নতি হচ্ছে - তার বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এআইয়ের ক্ষেত্রে তিনি যেসব কাজ করেছেন তার জন্য তিনি অনুতাপও প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন এআই চ্যাটবট থেকে এমন কিছু বিপদ হতে পারে যা রীতিমত ভয়ংকর। তাহলে মানুষের সঙ্গে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই প্রতিযোগিতা কি কখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে?

জাকারিয়া স্বপন বলছেন, এটা কখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে না বলেই তিনি মনে করেন।

হিউম্যান মাইন্ড, আমি ব্রেইন বলছি না, বলছি হিউম্যান মাইন্ড, সেটা অনেক বেশি ক্ষমতাবান। এই মাইন্ডের যে কল্পনা ও চিন্তা শক্তি, মেশিন এখনও সেটা পারে না। আমি বিশ্বাস করি যন্ত্রের এই ক্ষমতা তৈরি হতে হতেই মানুষ এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবে।

মানুষ যেহেতু এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বানাচ্ছে, মেশিন যদি কিছু কিছু জায়গায় মানুষকে ছাড়িয়েও যায়, মানুষ এটাকে তার গণ্ডির মধ্যেই রেখে দিবে। মানুষই নতুন নতুন প্রযুক্তি তৈরি করবে যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সামাল দেওয়ার রাস্তা বের করে ফেলবে, বলেন মি. স্বপন।

কিন্তু নাসিম মাহমুদ ফেক নিউজ বা ভুয়া খবরের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দায়ী করতে রাজি নন। তিনি বলছেন বরং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করেই ভুয়া খবর চিহ্নিত করা হচ্ছে।

ফেক নিউজ ছড়ানোর পেছনে কিন্তু সরাসরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেই। কিছু মানুষ রাজনৈতিক ফায়দা নিতে ভুয়া খবর তৈরি করছে। তার পর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে তারা সেই খবরটা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আপনি দেখবেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু মানুষকে সাহায্য করছে খবরটা ভুয়া কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখতে, বলেন মি. মাহমুদ।

আরো একটি শঙ্কার কারণ হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে অনেক মানুষের চাকরি হুমকির মুখে পড়বে। গোল্ডম্যান স্যাকসের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে সারা বিশ্বে ৩০ কোটি মানুষের চাকরি খেয়ে ফেলবে এআই। আরেকটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা বলছে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ আশঙ্কা করছে যে আগামী তিন বছরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে তারা চাকরি হারাবেন।

তাহলে কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষের জন্যে ভয়ের কারণ হতে পারে? গুগলের একজন টেকনিক্যাল ম্যানেজার তানজিম আহসান বলছেন, এটা মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন।

ভয়ের কারণ কিছুটা থাকতেই পারে। কারণ এর ফলে মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনেক জায়গাতেই কমে যাবে, বলেন তিনি।

আপনি যদি ১০০ বছর আগে ঘোড়ার গাড়ির চালক হতেন, দেখতেন যে হঠাৎ করে একটা গাড়ি এসেছে যাকে প্রতিদিন খাওয়াতে হয় না, পরিষ্কার করতে হয় না, তার ক্লান্তি নেই ঘুম নেই, সারা দিন চলতে পারে, সেই ঘোড়ার চালক তো তখন ভয় পেতেন, তার কাজ আজকের দিনে চলেও গেছে। কিন্তু এর ফলে কি প্রচুর লোকের অন্ন বাসস্থান চলে গেছে? যারা একাজ করতো তাদেরটা চলে গেছে, কিন্তু গাড়ি আসার ফলে নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়েছে।

মি. আহসান মনে করেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যতোই অগ্রগতি হোক না কেন মানুষের প্রয়োজন কখনোই ফুরাবে না। কারণ এসব কিছুই করা হচ্ছে মানুষের জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড হেলথ গ্রুপের নাসিম মাহমুদ মনে করেন এই প্রযুক্তি ভুল মানুষের হাতে গিয়ে পড়লেই এনিয়ে উদ্বেগের কারণ আছে। তাছাড়া এই প্রযুক্তি আগামীতে মানুষের সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করবে।

রোবট বোতলের ভেতরে ওষুধ ভরে। তার পর সেই ওষুধ নানা জায়গা ঘুরে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রোগীর কাছে গিয়ে পৌঁছায়। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মাত্র দুই ভাগ ওষুধ বোতলে ভরার পরে মানুষ পরীক্ষা দেখেন। এই মানুষটা অনেক পড়ালেখা করে এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। কিন্তু তিনি যে কাজটা করেন সেটা অত্যন্ত সাধারণ একটি কাজ যা একটি যন্ত্রের পক্ষে খুব সহজেই করা সম্ভব।

প্রযুক্তিবিদরা বলছেন বর্তমানে আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে তা নাটকীয়ভাবে বদলে যেতে পারে - ভালো বা মন্দ উভয় অর্থেই। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স জগত ও পৃথিবীর নেতৃত্ব যাদের হাতে তারা এর জন্য কতোটা প্রস্তুত?

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপন বলছেন, সারা বিশ্বেই এআই প্রযুক্তি এখন স্পর্শকাতর বিষয়। কিন্তু সেই বিচারে এর সঙ্গে যেসব নেতারা যুক্ত তারা এর জন্যে প্রস্তুত নন। তারা রিয়্যাক্ট করছে কিন্তু এই পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দিতে হবে তার জন্য তারা তৈরি নয়। অনেক দেশ তো বুঝতেই পারছে না এই পরিস্থিতির সঙ্গে তারা কিভাবে নিজেদের মানিয়ে নেবে।

প্রযুক্তিবিদরা বলছেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আগামীতে পৃথিবীকে কোন দিকে নিয়ে যাবে, তা নির্ভর করবে কোম্পানিগুলো এই প্রযুক্তি তৈরিতে কতটা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়, তার ওপর।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:06:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'যার করযোগ্য আয় নেই তার জন্য কর বাধ্যতামূলক করা অন্যায্য'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে ২০২৩২০২৪ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটির সাথে বাস্তবতার তেমন একটা সম্পর্ক নেই বলে মনে করে রেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি। শুক্রবার ঢাকায় বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা তুলে ধরে সিপিডি। বাজের মাধ্যমে সরকার যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে কি না সেটি নিয়ে অনেক সন্দেহ ও সংশয় আছে বলে মনে করে সিপিডি। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর নীতির প্রশংসা করেছে সিপিডি। কিন্তু করযোগ্য আয় না থাকলে দুই হাজার টাকা কর দেবার যে বিধান রাখা হয়েছে সেটির সমালোচনা করেছে সিপিডি। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, যার করযোগ্য আয় নেই তার জন্য কর বাধ্যতামূলক করা 'বৈষম্যমূলক ও অন্যায্য। নীট সম্পদ চার কোটি টাকার বেশি হলে মোট আয়করের উপর ১০ শতাংশ সারচার্জ প্রস্তাব করা হয়েছে। গত বছর এটি ছিল তিন কোটি টাকা। এ বিষয়টির সমালোচনা করে সিপিডি বলেছে, এখানে ছাড়া দেয়া ঠিক হয়নি এবং বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

২০২৩ সালের ২২ থেকে ২৬ জুন কামাখ্যা মন্দিরের ফের অম্বুবাচী মেলা আয়োজনের প্রস্তুতি

হাতে রয়েছে প্রচুর সময়, পর্যটকদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রতি বছরের মত ২০২৩ সালেও কামাখ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অম্বুবাচী মেলা। আগামী ২২ থেকে ২৬ জুন এর জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে। এমনিতে কামাখ্যা মন্দির ভারতের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান, যা রয়েছে অসমের গুয়াহাটি মহানগর। তবে কামাখ্যা মন্দিরে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হওয়া অম্বুবাচী মেলা ভক্তদের পাশাপাশি পর্যটকদের মূল আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়।। পর্যটকদের জন্য কামাখ্যা মন্দির সর্বদা এক মনোমুগ্ধকর যাত্রা বলে গণ্য হলেও অম্বুবাচী মেলায় অংশগ্রহণ প্রত্যেককে এক অতিরিক্ত ভিন্ন অনুভূতি প্রদান করে আসছে।

কামাখ্যা মন্দিরে যুগ যুগ ধরে অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনকি ২০১৯ সালের অম্বুবাচী মেলায় নজিরবিহীন ভাবে রেকর্ড সংখ্যায় ২৫ লক্ষ দেশ বিদেশের ভক্তের সমাগম হয়েছিল। কিন্তু এরপর ভয়াবহ করোনা মহামারীর জন্য অম্বুবাচী মেলায় কামাখ্যা মন্দিরে ভক্তদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই ভাবে দুই বছর কেটে যাওয়ার পর ২০২২ সালে ফের একবার অম্বুবাচী মেলায় সেই পুরোনো উৎসাহ দেখা গিয়েছে। একইভাবে চলতি বছর ২২ থেকে ২৬ জুন ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনা অম্বুবাচী মেলা আযোজনের প্রস্তুতি চলছে।

কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী মেলাকে জীবন ও উর্বরতার উৎসব হিসাবে উদযাপন করা হয়। গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরটি দেবী মা কামাখ্যাকে উৎসর্গিত। দেবী মা কামাখ্যা শক্তির একটি রূপ। মন্দিরের প্রধান গর্ভগৃহে দেবী কামাখ্যার পূজা করা হয়। এটা বিশ্বাস হয়েছে যে মন্দিরে ভগবান শিবের প্রথম স্ত্রী দেবী সতীর 'যোনি' বা নারী যৌনাঙ্গ রয়েছে। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, কামাখ্যা মন্দির সেই জায়গা যেখানে 'যোনি' বা দেবী সতীর স্ত্রী যৌনাঙ্গ পড়েছিল। ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের আঘাতে দেবী সতীর দেহের টুকরো সারা ভারতের ৫১ স্থানে পড়ার পর সেখানে একটি করে শক্তিপীঠ গড়ে উঠেছিল। মোট ৫১ টি শক্তিপীঠের মধ্যে কামাখ্যা মন্দির সর্বাধিক পুণ্যের স্থান হিসেবে ভক্তদের মধ্যে পরিচিত রয়েছে। কামাখ্যা মন্দির এক অনন্য বার্ষিক উৎসব অম্বুবাচী মেলার জন্যও পরিচিত, যা প্রতিবছর দেবী মা কামাখ্যার মাসিক চক্র উদযাপন করে।

মূলত অম্বুবাচী মেলা প্রতি বছর জুন মাসে উদযাপিত হয় এবং সারা দেশ ও বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই উৎসবে অংশ নেন। উৎসবটি চার দিন ধরে পালিত হয়। সেই সময় মন্দিরটি ভক্ত এবং সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকে। অম্বুবাচী মেলা উৎসব সাধারণত সেই সময়টিকে চিহ্নিত করে যখন দেবী কামাখ্যাকে তার বার্ষিক মাসিক চক্রের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যেটা উর্বরতা এবং জীবনদায়ক শক্তির সময় বলে বিশ্বাস করা হয়। এই উৎসবের সময় সম্পূর্ণ কামাখ্যা মন্দিরকে ফুল এবং আলো দিয়ে সজ্জিত করা হয় এবং ভক্তরা বিশেষ ধর্মীয় আচার পালন করে দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন। উৎসবের হাইলাইট হল সেই মুহূর্ত যখন পুরোহিতরা মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা খুলে 'ইযোনি' বা দেবীর নারী যৌনাঙ্গ প্রকাশ করে, যা একটি লাল কাপড়ে আবৃত থাকে। অনন্তকাল থেকে এই লাল কাপড় দেবীর মাসিক রক্তের প্রতীক বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। তাছাড়া এটাকে একটি পবিত্র এবং শক্তিশালী বস্তু হিসাবে বিবেচিত করা হয়। ভক্তদের কাপড়ের চারপাশে জড়ো হয়ে দেবীকে প্রার্থনা ও নৈবেদ্য দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ মাসিকের রক্ত সংগ্রহ করে, যা পরে ভক্তদের কাছে 'প্রসাদ' বা পবিত্র জল হিসাবে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

অম্বুবাচী মেলা উৎসবটি কেবল উর্বরতা এবং জীবনদানকারী শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা নমন করা নয় বরং এই উৎসবকে আধ্যাত্মিক পুনর্নবীকরণ এবং পরিচ্ছন্নতার একটি সময়ও হিসাবেও গণ্য করা হয়। মেলা চলাকালীন ভক্তরা উপবাস করেন এবং ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এক্ষেত্রে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে এটি তাদের মন এবং দেহকে শুদ্ধ করতে সহায়তা করে। অম্বুবাচী মেলা একটি অনন্য এবং আকর্ষণীয় উৎসব, যা শুধু ভক্তদেরই নয়, সারা বিশ্বের পর্যটকদেরও আকর্ষণ করে। উৎসবটি ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের একটি আভাস প্রদান করে। এটি বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার স্থায়ী শক্তির প্রমাণ। এমনকি অম্বুবাচী মেলার এই উৎসব অসমের জনগণের স্থিতিস্থাপকতারও একটি প্রমাণ। যারা বছরের পর বছর ধরে এক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে অত্যন্ত উৎসাহ এবং গর্বের সাথে উদযাপন করে চলেছেন। কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী মেলা হল জীবন, উর্বরতা এবং আধ্যাত্মিকতার উদযাপন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আগ্রহী যেকোনো ব্যক্তির জন্য এটি অবশ্যই দর্শনীয়। প্রতিজন ভক্ত এবং পর্যটকদের জন্য এটি এক অনন্য এবং অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এর সমৃদ্ধ ইতিহাস, অনন্য স্থাপত্য এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির সাথে, কামাখ্যা মন্দির এবং অম্বুবাচী মেলা সত্যিই বিশ্বের এক বিস্ময়।

কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী মেলায় একদিকে সারা ভারত তথা বিশ্ব থেকে যেমন ভক্তদের সমাগম হয়, অন্যদিকে স্থানীয় সাধারণ জনতা একই ভাবে এই উৎসবে উৎফুল্লিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। সে সময়ে শুধুমাত্র নীলাচল পাহাড়ের উপর নয় বরং নিচে সড়কের প্রায় দুই তিন কিলোমটার পর্যন্ত এলাকা জুড়ে ভক্ত দের সমাগম দেখা যায়। যেনো এক চিরাচরিত মেলার পরিবেশ। অম্বুবাচী মেলায় অংশগ্রহণ করা লক্ষ লক্ষ ভক্তদের খাবার এর জোগাড় করতে এগিয়ে আসেন প্রায় হাজার স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যাক্তিগত কার্যালয়,ব্যাক্তিগত সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, নানা দুর্গা পূজা কমিটি, ক্লাব, ইত্যাদি সংস্থা এক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। কোথাও খিচুড়ি আবার কোথাও নিরামিষ ভাত, সবজি, দাল, ভাজা ইত্যাদির ব্যাবস্থা থাকে। এমনকি স্থানীয় মহানগরের বিভিন্ন এলাকা হিসাবে কয়েকজন বন্ধুরা মিলে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাচী মেলার ভক্তদের জন্য অন্য কিছু না পারলেও বিস্কুট, জল এর ব্যাবস্থা করতে দেখা যায়। দেশ বিদেশ থেকে আসা ভক্তদের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছা কিংবা তাগিদ স্থানীয় জনতার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

কামাখ্যা মন্দির কমপ্লেক্সটি নীলাচল পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, যা আশেপাশের অঞ্চলগুলির শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য প্রদান করে। মন্দিরের দিকে যাওয়া বাঁকানো রাস্তাগুলি স্থানীয় সংস্কৃতি এবং আশেপাশের অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের জীবনধারার আভাস দেয়। মন্দির কমপ্লেক্সে প্রবেশ করার সাথে সাথে মন্দিরের স্থাপত্যের প্রাণবন্ত রং অবশ্যই নজর কাড়বে। মন্দিরটি হিন্দু এবং তান্ত্রিক স্থাপত্যের একটি অনন্য মিশ্রণে নির্মিত, যা এটিকে ভারতের অন্যান্য মন্দির থেকে আলাদা করে তোলে। মন্দিরের দেয়ালে জটিল খোদাই এবং ভাস্কর্যগুলি সত্যই আশ্চর্যজনক এবং বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনী চিত্রিত করে। মন্দিরের প্রধান গর্ভগৃহ যেখানে দেবী কামাখ্যা পূজা করা হয়। মন্দিরটি তার অনন্য আচার অনুষ্ঠান এবং অনুশীলনের জন্যও পরিচিত। যেমন পশু বলিদান এবং জুন মাসে উদযাপিত বার্ষিক অম্বুবাচী মেলা উৎসবের সময় 'লাল কাপড়' ব্যবহার করা।

মূল মন্দির ছাড়াও, কমপ্লেক্সে অন্যান্য দেবদেবী যেমন ভগবান বিষ্ণু, ভগবান শিব এবং দেবী দুর্গাকে উৎসর্গ করা আরও কয়েকটি ছোট মন্দির রয়েছে। মন্দির কমপ্লেক্সে 'কুন্ড' নামে একটি বড় পুকুরও রয়েছে, যা নিরাময়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয় এবং স্থানীয়রা এটিকে পবিত্র বলে মনে করেন। কামাখ্যা মন্দিরের অনন্য দিকগুলির মধ্যে একটি হল 'রক্তাক্ত দেবীর উপস্থিতি।' এটা বিশ্বাস করা হয় যে অম্বুবাচী মেলা উৎসবের সময়, দেবী কামাখ্যা তার মাসিক চক্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং পুকুরের জল লাল হয়ে যায়। মন্দির কর্তৃপক্ষ এই জল সংগ্রহ করে এবং 'প্রসাদ' বা পবিত্র জল হিসাবে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে। কামাখ্যা মন্দির পরিদর্শন সারা জীবনের একটি অভিজ্ঞতা। ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সংমিশ্রণ এটি পর্যটকদের জন্য সত্যিই একটি মুগ্ধকর ভ্রমণ করে তোলে। মন্দিরটি সারা বছর খোলা থাকে, এবং পর্যটকদের ভিড় এড়াতে অ উৎসবের মরসুমে দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক যাত্রা বা ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির এক ঝলক দেখার জন্য এই মন্দিরে একটি দর্শন আবশ্যক।

অসমের গুয়াহাটি মহানগরে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির ভারতের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান। হিন্দু এবং তান্ত্রিক স্থাপত্যের অনন্য মিশ্রণের জন্য পরিচিত এই মন্দিরটি দেবী কামাখ্যা, শক্তির একটি রূপকে উৎসর্গ করা হয়। আপনি যদি এই মনোমুগ্ধকর মন্দিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাহলে কামাখ্যা মন্দির পরিদর্শন এবং যোগাযোগের সমস্ত উপায়ে কীভাবে সেখানে যাওয়া যায় সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ পথে ঃ আপনি যদি বিমানে ভ্রমণ করেন তাহলে কামাখ্যা মন্দিরের নিকটতম বিমানবন্দর হল গুয়াহাটির লোকপ্রিয়া গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দরটি ভারতের বড় শহর যেমন দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ের সাথে ভালভাবে সংযুক্ত। একবার আপনি বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখান থেকে আপনি মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য ট্যাক্সি বা বাসে যেতে পারেন।

ট্রেনে ঃ গুয়াহাটি রেলপথে ভারতের অন্যান্য শহরের সাথে সুসংযুক্ত। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন হল মহানগরের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন এবং দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরগুলির ট্রেনগুলি এখানে থামে। একবার আপনি রেলস্টেশনে পৌঁছলে, আপনি মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য ট্যাক্সি, অটো বা বাসে যেতে পারেন। তাছাড়া মালিগাঁও এলাকায় কামাখ্যা রেল স্টেশন রয়েছে। সেখান থেকেও কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার বিভিন্ন উপায় উপলব্ধ।

সড়কের মাধ্যমে ঃ গুয়াহাটি অসমের অন্যান্য শহর এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে সড়কপথে সুসংযুক্ত। এই মহানগরে রাস্তার একটি ভাল নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং গুয়াহাটি থেকে নিয়মিত বাস উপলব্ধ রয়েছে। ভারতের যেকোন স্থান থেকে সড়কে গুয়াহাটি পৌঁছানো যায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাতীয় সড়ক ধরে এই মহানগরে এসে উপস্থিত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া করেও মন্দিরে পৌঁছানো অত্যন্ত সহজ উপায়।

স্থানীয় পরিবহন ঃ একবার আপনি গুয়াহাটিতে পৌঁছে গেলে, কামাখ্যা মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য বেশ কয়েকটি স্থানীয় পরিবহন বিকল্প রয়েছে। আপনি রেলওয়ে স্টেশন বা বিমানবন্দর থেকে একটি ট্যাক্সি বা একটি অটোরিকশা ভাড়া করতে পারেন। লোকাল বাসও নিয়মিত মন্দিরে চলে। আপনি মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য উবার এবং ওলার মতো অ্যাপভিত্তিক ক্যাব পরিষেবাগুলিও ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়া অসম রাজ্য পরিবহন নিয়মের স্থানীয় বাস অহরহ ভাবে সারাদিন ধরে কামাখ্যা মন্দিরে যাতায়াত করছে।

নির্দেশিত ট্যুর ঃ আপনি যদি প্রথমবারের মতো দর্শনার্থী হন, তাহলে আপনাকে কামাখ্যা মন্দিরে একটি নির্দেশিত সফর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। গুয়াহাটির বেশ কিছু ট্যুর অপারেটর মন্দিরে গাইডেড ট্যুর অফার করে, যার মধ্যে রয়েছে পরিবহন, গাইড এবং অন্যান্য আশেপাশের আকর্ষণে ভ্রমণ। আপনি যদি একটি দলের সাথে ভ্রমণ করছেন বা মন্দিরের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও জানতে চান তবে এটি একটি দুর্দান্ত বিকল্প।

আধ্যাত্মিক যাত্রা বা ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির এক ঝলক দেখার জন্য কামাখ্যা মন্দির পরিদর্শন করা আবশ্যক। আপনি যেকোনো ব্যবস্থায় বিমান, ট্রেন বা সড়কপথে ভ্রমণ করছেন না কেন, মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছে। আপনার ভ্রমণের আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন এবং আপনার যাত্রার সময় প্রযোজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। তবে এটা নিশ্চিত যে এর অনন্য স্থাপত্য এবং সমৃদ্ধ ইতিহাসের সাথে, কামাখ্যা মন্দিরটি নিশ্চিতভাবে আপনার উপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যাবে।

ঋণসীমা চুক্তি অনুমোদন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট বৃহস্পতিবার রাতে ৬৩৩৬ ভোটে একটি প্রস্তাব পাস করে। এই প্রস্তাব পাস হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র তার বিল পরিশোধ করা অব্যাহত রাখতে পারবে।চার দিনের মধ্যে নগদ অর্থ শেষ হয়ে যাওয়ার পথে ছিলো যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিদলীয় আইনটি এখন স্বাক্ষরের জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে যাবে।

রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতারাও বুধবার রাতে প্রতিনিধি পরিষদে (হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ) ব্যাপকভাবে এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আর্থিক বাধ্যবাধকতা মেটানোর জন্য সরকারকে আগামী দেড় বছর অর্থ ধার করার অনুমতি দিতে এই আইন পাস করা হয়েছে। সরকারের বর্তমান ঋণসীমা ৩১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের উর্ধ্বে এই অনুমোদন দেয়া হলো।

আইনটি নতুন আর্থিক সীমা নির্ধারণ করেনি। তবে ঋণ নেয়ার ক্ষমতা ২০২৫ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রসারিত হবে।আর এই সময়ের পরিসরটি হলো আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই মাস পর পর্যন্ত বিস্তৃত।

আইনে, আগামী অক্টোবরে শুরু হতে যাচ্ছে যে অর্থবছর তখনও বেশিরভাগ ফেডারেল ব্যয় বর্তমান স্তরে বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। আর, পরবর্তী ১২ মাসে, ব্যয় ১ শতাংশ বৃদ্ধি করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়।

হাউজে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান দলের ৭১ জন আইনপ্রণেতা এবং ৪৬ জন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

বুধবারের ভোটের পরে এক বিবৃতিতে বাইডেন চুক্তিটিকে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা হিসেবে সানন্দে উল্লেখ করেছেন।

এই আইনে কর বৃদ্ধি পাচ্ছে না বা মোট জাতীয় ঋণের চলমান বৃদ্ধিও বন্ধ করছে না। তবে, সম্ভবত আগামী দেড় বছর পর, সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে, আরো ৩ ট্রিলিয়ন ডলার জাতীয় ঋণের সঙ্গে যুক্ত করবে।

এরদোয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তুরস্কে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার (২ জুন) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন আঙ্কারায় পৌঁছেছেন। পথ অনুষ্ঠিত হবে ৩ জুন। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে রয়েছেন তার প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন। তিনি ফোনে জানান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট রাষ্ট্রপতি, তার স্ত্রী রেবেকা সুলতানা এবং তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে (তুরস্কের স্থানীয় সময়) ভোর সাড়ে ৪টায় আঙ্কারা এসেনবোগা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আমানুল হক, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। এ সময় রাষ্ট্রদূত ওইয়া তুঙ্গা চাগলি, তুরস্কের প্রটোকল প্রধান গোনেচ আচিকোলু এবং তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তুরস্কে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন 'শেরাটন আঙ্কারা হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টার'এ অবস্থান করবেন। ফরসূচি অনুযায়ী, তুরস্কের স্থানীয় সময় বিকাল ৫টায় আঙ্কারায় প্রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এরদোয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সফরকালে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আঙ্কারার কানকায়া প্রাসাদে প্রেসিডেঃট এরদোয়ান আয়োজিত একটি আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে অংশ নেবেন। এছাড়া, উচ্চ পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার কথা রয়েছে তার। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ সাবাবুদ্দিন, তার ৬ দিনের সফর শেষে, আগামী ৬ জুন স্বদেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।